NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কামদুনি মানে এখন শুধু বুকফাটা কান্না আর হাহাকার

এবারও পুজোতে জেলেই থাকবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৩

কলকাতা ১২ অক্টোবর ২০২৩ ২৩ আশ্বিন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 12.10.2023, Vol.17, Issue No. 123, 8 Pages, Price 3.00

নিয়োগ মামলা

রুজিরাকে সাড়ে ৮ ঘণ্টা জেরা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা সাড়ে ৮ ঘণ্টা ইডির জেরার পর সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বাইরে বেরোন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে সিজিওতে ঢুকেছিলেন তিনি। বাইরে এলেন ঠিক ৭টা ৩১ মিনিটে।

তবে সিজিও থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হননি রুজিরা। সিজিওর গেটের সামনে থেকেই গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যান তিনি। গাড়ির জানলার কাচ তোলা ছিল। অস্পষ্ট ভাব দেখা গিয়েছে, পিছনের আসনে বসেছিলেন রুজিরা। এই প্রথম নিয়োগ মামলায় অভিষেক-পত্নী রুজিরাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। গত সপ্তাহেই এ ব্যাপারে ইডির সমন পৌঁছেছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের স্ত্রীর কাছে। সেই সমনে সাড়া দিয়ে রুজিরা সিজিওতে আসবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা চলেছে বুধবার সকাল পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রুজিরা আসেন। ইডি তাঁকে আসতে বলেছিল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে। ঠিক সকাল ১০টা বেজে ৫৭ মিনিটে একটি সাদা ইনোভায় রুজিরা এসে পৌঁছন সিজিওতে। তবে তার আগে থেকেই সিজিও কমপ্লেক্সের বাইরে নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশে ছয়লাপ ছিল সিজিও চত্বর। চারদিকে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়। গাড়ি চলাচলেও রাশ টানা হয়। সকাল ১১টা নাগাদ রুজিরা সিজিওতে ঢোকার পরও সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। রুজিরাকে অবশ্য এর আগেও কয়েক বার

জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। মাস চারেক আগেই ইডির তলব পেয়ে সিজিওতে এসেছিলেন তিনি। দু'টি বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন, একটি সংস্থার আর্থিক লেনদেনের খতিয়ান এবং এক হিসাবরক্ষকের বয়ানের ভিত্তিতে রুজিরাকে গত জুনের প্রথম দিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ইডির তদন্তকারীরা। তবে সেটি ছিল কয়লা পাচার সংক্রান্ত তদন্তের সূত্রে। সেই পর্বে টানা সাড়ে তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল রুজিরাকে। বুধবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হল টানা সাড়ে ৮ ঘণ্টা। উল্লেখ্য, ঠিক এক মাস আগে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেককে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করে ইডি। নিয়োগ মামলায় গ্রেপ্তার 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জেরা করে লিপ্ত অ্যান্ড বাউন্ডস মামলার হদিশ পেয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। সেই সংস্থার সিইও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। অভিষেককে সে দিন ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। বেরিয়ে অভিষেক বলেছিলেন ৯ ঘণ্টা জেরার নিট ফল 'মাইনাস টু'। বুধবার অভিষেক জায়াকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্বও প্রায় একই সময় ধরে চলল। প্রসঙ্গত, কয়লা পাচার মামলায় ইডির ডাক পেয়ে এক বছর আগে ২০২২ সালের জুন মাসে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে ইডি দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন রুজিরা। পরে তাঁকে দিল্লিতেও তলব করা হয়। রুজিরা যদিও ইডির ডাকে রাজধানীতে যাননি। বদলে কলকাতার ইডির অফিসে যান তিনি। পরে কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলাতে রুজিরার বিদেশে যাওয়ার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা হয় লুক আউট নোটিস। পরে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই নোটিস তুলে নিতে হয়েছিল ইডিকে।

নয়াদিল্লিতে কামদুনির প্রতিবাদীরা

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: কামদুনির প্রতিবাদীরা দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন। এদিনই সেখানে আইনজীবী বাঁশরী স্বরাজের সঙ্গে দেখা করেন মৌসুমী কয়াল, টুম্পা কয়ালরা। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়দানের পরেই সোমবার রাজ্য সরকার সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। ইতিমধ্যেই এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে একপ্রস্থ শুনানিও হয়ে গিয়েছে। জারি হয়েছে নোটিস। সোজা কথায়, রাজ্য সরকার সরাসরিভাবে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরোধিতা করছে। যদিও কামদুনির প্রতিবাদীদের সাফ কথা, কোনওভাবেই তাঁরা রাজ্য পুলিশের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না। অর্থাৎ শুধুমাত্র আইনি লড়াই নয়, রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরতে চাইছেন। রাজ্য পুলিশ অভিযুক্তদের দোষ প্রমাণে কোনওভাবেই সমর্থ হয়নি। সে কারণেই সঠিক বিচার পাওয়া যায়নি বলে দাবি কামদুনির প্রতিবাদীদের। এ কথাও তাঁরা বলতে চান দিল্লির বুকে।

আরও ২ ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ফের ডেঙ্গু আক্রান্ত এক রোগীর মৃত্যু। নদিয়ার চাকদার বাসিন্দা রাজেশ বসুকে গত ৯ অক্টোবর ভর্তি করানো হয়েছিল কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। বুধবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ৩০ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির। হাসপাতালে ভর্তির কিছুদিন আগে থেকেই জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। কিডনির সমস্যাও ছিল ওই রোগীর। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজেও আরও এক ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অন্তরা চট্টোপাধ্যায় নামে বছর ৪৩-এর ওই মহিলাকে আইসিইউ-তে ভর্তি রাখা হয়েছিল। রাজ্য প্রশাসনের তরফে ডেঙ্গু মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ করলেও এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। অসমর্থিত সূত্রে খবর, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৬৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

ইজরায়েলে আটকে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তার আশ্বাস

জেরুজালেম, ১১ অক্টোবর: গত পাঁচদিন ধরে ইজরায়েলের আকাশ ঢেকেছে যুদ্ধের কালো মেঘে। রক্তাক্ত ইহুদি দেশটিতে আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয়। যাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা ভারত। এই পরিস্থিতিতে আটকে পড়া মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করলেন ইজরায়েলে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জীব শিংলা। জানালেন, গোটা পরিস্থিতি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও বার্তা দেন সঞ্জীব শিংলা। তিনি জানান, 'ইজরায়েলে আটকে পড়া ভারতীয়দের জানাতে চাই, দূতাবাস আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। আমরা সকলেই অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। তবুও সকলকে অনুরোধ শান্ত থাকুন, চারপাশে নজর রাখুন। স্থানীয় সুরক্ষাবিধি মেনে চলুন। সকলকে ধন্যবাদ যাঁরা যাঁরা আমাদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠিয়েছেন। গোটা পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে।' হামাস হামলায় ইজরায়েল কেঁপে ওঠার পরই আটকে পড়া ভারতীয়দের জন্য ২৪ ঘণ্টার একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। নিয়মিত যোগাযোগের মধ্যে থাকারও অনুরোধ করা হয়েছে।

ঘুরপথে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ফেরানো যাবে না: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের আইনশৃঙ্খলার খোলনলচে বদলে দেওয়ার তিনটি বিল নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের তৎপরতায় প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এক্স হ্যান্ডলে বিষয়টি নিয়ে তিনি নিশানা করেছেন কেন্দ্রকে।

এক্স হ্যান্ডলে মমতা লিখেছেন, 'ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন প্রতিস্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তৈরি খসড়াগুলি পড়েছি। স্তম্ভিত হয়েছি যে, এই প্রচেষ্টার মধ্যে চুপিসাড়ে অত্যন্ত কড়া এবং কঠোর নাগরিক বিরোধী বিধি প্রবর্তনের একটি গুরুতর প্রচেষ্টা রয়েছে।' এর পরেই তাঁর অভিযোগ, 'আগে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ছিল। তা প্রত্যাহারের নাম করে, তারা (কেন্দ্রীয় সরকার) প্রস্তাবিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় আরও কঠোর এবং স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে, যা নাগরিকদের আরও মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত করতে পারে।'

প্রসঙ্গত, গত ১১ অগস্ট সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করে জানিয়েছিলেন, ১৮৬০ সালে তৈরি 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' (ভারতীয় দণ্ডবিধি) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' দিয়ে। ১৮৯৮ সালের 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট' (ফৌজদারি দণ্ডবিধি) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা

সংহিতা' দ্বারা এবং ১৮৭২ সালের 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট' (ভারতীয় সাক্ষ্য আইন) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় সাক্ষ্য বিল'-এ। তার পরেই বিল তিনটি সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র একাধিক দল ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে খোলনলচে বদলে ব্রিটিশ জমানার রাষ্ট্রদ্রোহ আইন আরও কঠোর করতে সক্রিয় হয়েছে মোদি সরকার। কার্যত সেই অভিযোগের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে মমতার পোস্টে। তিনি লিখেছেন, 'নতুন আইনগুলি কেবল নামে নয়, কার্যক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত হওয়া উচিত। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বদল আনার এই প্রচেষ্টা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত।'

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন বদলের জন্য কেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রীর 'পরামর্শ'; 'এই খসড়াগুলি গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করার জন্য দেশের আইন বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিকদের অনুরোধ করুন। সংসদে স্থায়ী কমিটিতে যখন আলোচনা হবে আমার সহকর্মীরা বিষয়গুলি উত্থাপন করবেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আইনের উন্নতি করা দরকার, কিন্তু ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদকে পিছনের দরজা দিয়ে দিল্লিতে অনুপ্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।'

সূত্রের খবর, বিজেপি শিবির চাইছে, মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনটি বিল নিয়ে স্থায়ী কমিটি রিপোর্ট পেশ করুক। সে ক্ষেত্রে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে, এ বছরের শেষে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই তিনটি বিল পাশ করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু মমতার বক্তব্যে স্পষ্ট, কেন্দ্রের এই তাড়াহুড়োয় সায় দেবে না তৃণমূল।

ইজরায়েলে প্রথম অস্ত্রবাহী বিমান আমেরিকার

ইজরায়েল, ১১ অক্টোবর: প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত ইজরায়েল। হামাসকে ঠেকাতে এবার ইজরায়েল সেনার পাশে আমেরিকা। বুধবার আমেরিকার প্রথম অস্ত্রবাহী বিমান নেমেছে ইজরায়েলের মাটিতে। উন্নত প্রযুক্তির অত্যাধুনিক অস্ত্র ইজরায়েলে পাঠিয়েছে আমেরিকা। প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র বাহিনী হামাসকে ঠেকাতে ওই অস্ত্রশস্ত্র কাজে লাগানো হবে। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অস্ত্র পেয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার ভোরে আমেরিকার বিমান দেশের দক্ষিণ প্রান্তে নেভাটিম বিমানঘাঁটিতে নেমেছে। ওই বিমানে যে গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হয়েছে, তা যুদ্ধে ব্যবহার করবে ইজরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম আমেরিকা ইজরায়েলে অস্ত্র পাঠাল। হামাস বনাম ইজরায়েলের এই যুদ্ধে যে তারা ইজরায়েলের পাশে আছে, তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন বাইডেন। শুধু আমেরিকা নয়, একাধিক পশ্চিমী দেশ ইজরায়েলকে সমর্থন জানায়। ভারতও এই কঠিন সময়ে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে ইজরায়েলকে সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন। এমনকী, নেতানিয়াহুর সঙ্গে মোদির কথাও হয়েছে।

ঘন অন্ধকারে ঢাকল গাজা

গাজা সিটি, ১১ অক্টোবর: অন্ধকারে ঢাকল গাজা ভূখণ্ড। একদিন আগেই গাজায় সম্পূর্ণ অবরোধ জারির কথা ঘোষণা করেছিল ইজরায়েল। তারপরই, গাজায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য ইজরায়েলের জাতীয় বিদ্যুৎ সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইজরায়েলের জ্বালানি মন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ। ফলে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজা ভূখণ্ডের বেশিরভাগ অঞ্চলেই অন্ধকার নেমে এসেছিল। কাজ করছিল, গাজার একমাত্র বিদ্যুৎকেন্দ্রটি। বুধবার সেই কেন্দ্রের জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ায়, সেটিও বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে গাজার হামাস কর্তৃপক্ষ। ফলে, এদিন রাত নামতেই সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে গোটা গাজা ভূখণ্ড। শক্তি বলতে ভরসা শুধুমাত্র জেনারেটর। তবে, গাজায় বিদ্যুতের পাশাপাশি খাবার, জল এবং জ্বালানী সরবরাহও বন্ধ রেখেছে ইজরায়েল। ফলে জেনারেটরগুলিও আর কতক্ষণ চালানো যাবে, সেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ইজরায়েলে সশস্ত্র হামাস বাহিনীর হানার প্রতিক্রিয়াতেই, গাজায় সম্পূর্ণ অবরোধ জারি করেছে ইজরায়েল সরকার। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে, ইজরায়েলের জ্বালানি মন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ লিখেছিলেন, 'আমি বিদ্যুত সংস্থাকে গাজা ভূখণ্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার আদেশ দিয়েছি। আগে যা যা সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল, তা আর হবে না।'

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার নদিয়ার ৫ জায়গায় হানা ইডির

দক্ষিণ দমদমের ভাইস চেয়ারম্যানকেও তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবারের পর বুধবারও পুর-নিয়োগ মামলায় নদিয়ার শান্তিপুরে হানা দিল ইডি। ইডি সূত্রে খবর, শান্তিপুরে একটি রাইস মিলে হানা দেন এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। তদন্তকারী আধিকারিকদের হানা দিতেই রাইস মিল ঘিরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। পুর-নিয়োগ মামলায় চালকলে হানা সম্পর্কে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়, পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হওয়া নথি থেকে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, দুর্নীতির টাকার একটা অংশ ওই চালকলে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই কারণে শান্তিপুরের ওই চালকলে পৌঁছে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। শুধু নদিয়া জেলাতেই বুধবার সকালে একযোগে পাঁচ জায়গায় হানা দেয় তাদের পাঁচটি দল। তল্লাশি চলে শান্তিপুর, ধুবুলিয়া, রানাঘাট, কৃষ্ণনগরে।

শুধু চালকলই নয়, এবার মুদির দোকানেও হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। বুধবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুরসভার মল্লিক পাড়ার একটি মুদির দোকানের মালিকের বাড়ি যান ইডির আধিকারিকেরা। তার পরে তাঁর দোকানেও যান

তাঁরা। সূত্রের খবর, রেশনে 'দুর্নীতি'র অভিযোগ নিয়ে ওই মুদি দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সেই দোকানের মালিক জনৈক প্রদীপ দে। তাঁর কাছে রেশনে 'দুর্নীতি' সম্পর্কিত তথ্য নিতে গিয়েছেন তদন্তকারীরা বলে ইডির একটি সূত্রে খবর। শুধু কৃষ্ণনগরই নয়, নদিয়ার হরিণঘাটার নিমতলা বাজার এলাকায় একটি কারখানাতেও তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। কৃষ্ণনগরের চালকলেও চলে হানা। এছাড়াও, শান্তিপুরের বাবলা কন্দখোলা বাইপাসের ধরে 'ইএসএসজিই রাইস মিল' এবং 'জিকে এগ্রো ফুড প্রোডাক্টস' নামের দুটি কারখানায় হানা দেয় ইডি। ওই দুটি কারখানার মালিক সুব্রত ঘোষ নামে এক ব্যক্তি বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, এবার ইডি-র তলব দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তকে। গত বৃহস্পতিবারই নিতাই দত্তের বাড়িতে ইডি তল্লাশিতে যান ইডি আধিকারিকরা। সেখান থেকেই পুরসভার বেশ কিছু নিয়োগ সংক্রান্ত নথি জোগাড় করেন। এরপরই তলব করা হয় তাঁকে।

দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ২০১৪-২০১৮ সালের মধ্যে চাকরি বিক্রির অভিযোগ ওঠে। সে সময়ে ওই পুরসভায় উপ পুরপ্রধান ছিলেন না তিনি। তবুও ইডি-র র‍্যাডারে রয়েছেন তিনি। কারণ তিনি তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান সুজিত বসুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ঘনিষ্ঠদের একাংশ বলছেন, সুজিত বসুর অনেক কাজই একা হাতে সামলাতেন নিতাই। বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও উদ্ধার হয়। সূত্রের খবর, সে বিষয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। এরই পাশাপাশি বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দমদম পুরসভার এক্সিকিউটিভ আধিকারিক অলোক মৌলিকের ঘরেও তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তকারীরা। সঙ্গে তলব করা হয়েছিল পুরসভার সেক্রেটারি প্রসূনকুমার সরকারকেও।

বিয়ের মরশুমে ভোট পিছল রাজস্থানে, নির্বাচনী দিনক্ষণ বদল করল কমিশন

জয়পুর, ১১ অক্টোবর: রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনের দিন পরিবর্তন করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী ২৩ নভেম্বর বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা ছিল পশ্চিম ভারতের এই রাজ্যে। কিন্তু সেই দিন পরিবর্তন করে ২৫ নভেম্বর করা হল। তবে এই ভোটের গণনা হবে ৩ ডিসেম্বরই। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট পরিবর্তন করার কারণ, যে সময় ভোট হবে সেটি রাজস্থানে বিয়ের মরশুম। ২৩ নভেম্বর ইতিমধ্যেই সেই রাজ্যে প্রচুর বিয়ের দিন স্থির হয়ে রয়েছে। তাই ওই দিনে ভোট হলে প্রচুর মানুষ সমস্যায় পড়বে বলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সংগঠনের তরফ থেকে। সেই আবেদনেই সাড়া দিয়ে নির্বাচনের দিন পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানাল কমিশন।

নির্বাচনের এই নির্ঘণ্ট পরিবর্তন

নিয়ে বুধবার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। বুধবার কমিশন এদিন তাদের বিজ্ঞপ্তিতে এও জানায়, ২৫ নভেম্বর হবে রাজস্থানের ভোট। তবে ফল ঘোষণার দিন অপরিবর্তিতই থাকছে। একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ২৩ নভেম্বর রাজস্থানে প্রচুর বিয়ের অনুষ্ঠান থাকায় রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, যাতে ভোটের দিন বদল করা হয়। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ভোটের দিন পিছিয়ে দিল কমিশন। নির্বাচন কমিশনের তরফে আরও বলা হয়েছে, রাজস্থানজুড়ে ২৩ নভেম্বর একাধিক বিয়ে এবং সামাজিক অনুষ্ঠান থাকায় সে দিন ভোটের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভোটকর্মীদের রাখার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত করা ঝঞ্ঝাটের হয়ে দাঁড়াবে। এই সমস্যার কথা বিবেচনা করেই কমিশন ভোটের দিন বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিকে রাজস্থানের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, মিজোরাম, তেলঙ্গানাতে ভোটের ঘোষণা করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে ছত্তিশগড়ে ভোট হবে দুই দফায় অর্থাৎ ৭ এবং ১৭ নভেম্বর। মধ্যপ্রদেশে ১৭ নভেম্বর, তেলঙ্গানায় ৩০ নভেম্বর এবং মিজোরামে ৭ নভেম্বর ভোট হবে। রাজস্থানে ভোট হবে ২৫ নভেম্বর। এই সমস্ত ভোটের গণনা হবে ৩ ডিসেম্বর। এই পাঁচ রাজ্যে ৮.২ কোটি পুরুষ এবং ৭.৮ কোটি মহিলা ভোট দেবেন বলে জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Sahidul Mandal, S/O. Nurbask Mandal, সাং ও পোঃ বাঙালঝি, জেলা-নদীয়া ১০-১০-২০২৩ তারিখের আলিপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Sahidul Mandal, S/O Nurbask Mandal ও Saidul Mondal, S/o. Nurbox Mondal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

4/10/2023 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Sitendra Das S/o Dilip Das ও Sitendra Das S/o Dilip Kumar Das উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম পদবী

গত 26/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14895 নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Modak ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kanai Lal Modak ও K. Modak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 21/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11242 নং এফিডেভিট বলে Mohammad Najir Hosen, Najir Hossen ও Md. Najir Hosen S/o. Amir Hosen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই অক্টোবর। ২৪ শে আশ্বিন। বৃহস্পতিবার। ত্রয়োদশী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা ও বিংশোত্তরী শুক্র -র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিল্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পূজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে পূজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত অচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে , জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ।

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পুজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেতার দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স দ্বারা শুভ।

নাম পদবী

গত 03/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 5831 নং এফিডেভিট বলে Sanat Kumar Dhara S/o. Anadi Charan Dhara ও Sanat Dhara S/o. Anadi Dhara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 04/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15359 নং এফিডেভিট বলে Soumya Ranjan Paul ও Soumya Ranianpaul S/o. Rabindra Nath Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 10/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15780 নং এফিডেভিট বলে Sk. Mahiruddin S/o. Sk. Abdul Hakim ও Sk. Mohiruddin S/o. Sk. A. Hakim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 11/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 03 নং এফিডেভিট বলে আমি Parasilli Eswar Rao ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Parasilli Suri, P. Suri ও Suri Kurmi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 11/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5700 নং এফিডেভিট বলে Rajiv Paramanya S/o. Nilmadhab Paramanya ও Rajiv Paramanya S/o. N. M. Paramanya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 10/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15782 নং এফিডেভিট বলে Prabir Singha Roy S/o. Bechunath Singha Roy ও Prabir Kr. Singha Roy S/o. Lt. B. N. Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 10/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15781 নং এফিডেভিট বলে Dipak Sinha Roy S/o. Bechunath Sinha Roy ও Dipak Singha Roy S/o. Lt. B. N. Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 10/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15778 নং এফিডেভিট বলে Kalipada Dey S/o. Sashi Bhusan Dey ও K. Dey S/o. S. B. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 26/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14893 নং এফিডেভিট বলে Kamal Kumar Chatterjee S/o. Baidya Nath Chatterjee ও Kamal Kr. Chatterjee, Chatterjee Kamal S/o. B. Chatterjee, Baidyanath, Baidya Nath Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 26/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14894 নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Dey S/o. Sisir Kumar Dey ও Swapan Dey S/o. S. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION

I SAHAJAN RAHAMAN S/O SAJIRUDDIN OF VILLAGE BENAIL, P.S. HARIRAMPUR, P.O. DAULATPUR, DISTT. DINAJPUR(S), PIN-733125 DECLARES BEFORE E.M. SEALDAH ON 9.10.2023 THAT NO LEGAL CASE IS PENDING OR RECORDED IN ANY COURT OR P. S. IN REGARD TO ME. IF ANY ONE PROVE IT FALSE LAWFULLY THAN I SHALL BE RESPONSIBLE FOR THAT ACT.

CHANGE OF NAME

I, DEVIKA JAIN D/O Sri Bachh Raj Jain resident of 22B, School Row, Bhowanipore, S.O., Kolkata- 700025, West Bengal hereby declare vide affidavit filed before the Learned 1st Class Magistrate, Kolkata dated 10.10.2023 that I am known to all as DEVIKA JAIN and it is recorded in my Aadhar, PAN card and passport. Now, I desire to change the spelling of my name as DEVVIKA JAIN due to astrological reasons. DEVIKA JAIN and DEVVIKA JAIN is a same and one identical person. I will be known as DEVVIKA JAIN from now onwards.

E-Tender

E- Tender invited by the Prodhan, Gopinathpur Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity) Gopinathpur, Nadia. NIT No. 07/15th FC TIED/2023-24, Last date of submission 16.10.2023 up to 10a.m. For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Gopinathpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ ৬ষ্ঠ আদালত
২ নং আদার সুট মোকর্দ্দমা সন ২০১৯ সাল

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতয়ালী থানার অন্তর্গত বিধাননগর সাকিনের সর্ব্বসাধারনগণ ...প্রতি

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনে বসবাসকারী বর্তমানে মৃত দীপক ভট্টাচার্যের নামিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত Locker-এ থাকা জিনিসপত্র প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহার কন্যাগণ শ্রীমতি অলি ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতি কলি (ভট্টাচার্য্য) বোস পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ ৬ষ্ঠ আদালতে সন ২০১৯ সালে ২ নং আদার সুট মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় আগামী ইং ৩০/১১/২৩ দিন ধার্য্য আছে।

উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে উক্ত তারিখের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া দর্শাইবেন।

অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

১) One Locker bearing locker Account No- 1022 in the name of deceased Dipak Bhattacharyya with Axis Bank.

২) One Locker bearing Locker Account No.- 130 in the name of deceased Dipak Bhattacharyya with Corporation Bank Midnapore Branch.

আদেশানুসারে
রীনা চৌধুরী
সেরেস্তাদার
অতিরিক্ত জেলা জজ ৬ষ্ঠ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড সিভিল জজ, (সিঃ ডিঃ) ১ম কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী

রেফা টি. এস. নং-৩১০/২০১৭

দরখাস্তকারী- শ্রী গোবিন্দ সোম,

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এই মর্মে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল গোবিন্দ সোম, পিতা মৃত প্রাণকৃষ্ণ সোম, সাং বাঘাযতীন পল্লী, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০৩, হাল সাকিম- রামকৃষ্ণ পল্লী, পোঃ ও থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৬০১, অত্র আদালতে পাটিশানের নিমিত্তে অত্র নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যথাক্রমে শ্রী আনন্দ সোম এবং নিত্য সোম দ্বয়ের বিরুদ্ধে। মোকর্দ্দমার ১ নং বিবাদী আনন্দ সোম হাজির হইয়া জবাব দাখিল করিয়া মামলায় কনটেস্ট করিতেছেন, কিন্তু ২নং বিবাদী নিত্য সোম অদ্যাবধি অত্র আদালতে হাজির হন নাই। সেকারণ মোকর্দ্দমায় ২নং বিবাদীকে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইয়া জবাব দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় ২নং বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু-
Sumit Kumar Adhikari
Advocate

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Sr. Divn.)
1st Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. Civil Judg (Jr.Divn) Ghatal (District Deligate)
Dist Paschim Medinipur
Ref- J.Misc ৫৪ /২০২৩

দরখাস্তকারী-শ্রী রাজকুমার সাঁতরা
-বনাম-
প্রতিপক্ষ- শ্রী বাসুদেব বাগ

শ্রী রাজকুমার সাঁতরা পিতা- স্বর্গীয় শম্ভুনাথ সাঁতরা, সাং- কোন্নগর, পোঃ ও থানা- দাসপুর,জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী ঘাটাল থানার কোন্নগর এর অন্তর্গত স্বর্গীয় শম্ভুনাথ সাঁতরা এর স্ত্রী প্রতিমা সাঁতরা মহাশয়ার সম্পাদিত গত ইং ২০/০৬/২০১২ তারিখে সম্পাদিত ঘাটাল সাবরেজিঃ অফিসের রেজিঃকৃত ২০১২ সালের ৭নং উইল প্রবেটের জন্য উপরোক্ত নং দরখাস্ত দায়ের করিয়াছে। উক্ত দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিল বাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া ইংরাজী ১৫-১২-২০২৩ তারিখে বেলা ১০.৩০ মিঃ হাজির থাকিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন হইবে।

আমত্যানুসারে
প্রদীপ বেরা
সেরেস্তাদার
দেওয়ানী আদালত
(জুনিয়ার ডিভিশন) ঘার্টাল কোর্ট
০৯-১০-২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী সমর কুমার মজুমদার, পিতা- বিভূতি ভূষন মজুমদার, সাং- ১২ লোয়ার রোডন স্ট্রীট, এল. আর. সরনী, কোলকাতা, পিন- ৭০০০২০ নিকট হইতে ডি. এস. আর. হুগলী অফিসে ১৯৬৪ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ৫০ নং ভল্যুমের ২৬০ হইতে ২৭২ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ৪৬৭৩ নং অরিজিনাল দলিল এবং ১৯৮০ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির, ৬৩ নং ভল্যুমের ১৬৪ হইতে ১৬৮ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ৩৭১২ নং অরিজিনাল দলিল দুইখানি হারাইয়া যায়। এই মর্মে হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানা ২৪/০৯/২০২৩ তারিখে ১৮৬২ নং জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত দলিলটি যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন বা উক্ত দলিলের সম্পত্তির বিষয়ে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী উকিলবাবুর নিকট ফেরৎ দিবেন বা তথ্য প্রমান সহ যোগাযোগ করিবেন নতুবা সকল প্রকার আপত্তি বা দাবী দাওয়া অগ্রাহ্য হইবে।

ধন্যবাদান্তে
তাপস কুমার মন্ডল
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
১১/১০/২৩

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের মাননীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।

Mat Suit No. 77/2023

দরখাস্তকারী - চৈতালী গড়াই

উপরি উল্লেখিত আদালতে ও মোকর্দ্দমায় প্রতিপক্ষ দিলীপ গড়াই, পিতা- মৃত নারায়ন চন্দ্র গড়াই, সাং- গড়াইপাড়, বারোয়ারীতলা, পোষ্ট- নাদনঘাট, থানা- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৫১৩ -এর বিরুদ্ধে উপরি উল্লেখিত দরখাস্তকারী মোকর্দ্দমা করিলে প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে মাননীয় আদালতের সমন গ্রহন না করায় দরখাস্তকারী দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ওর্ডার ৫ রুল ২০ ধারা মতে মাননীয় আদালত আদেশ করিলে তাহা মঞ্জুর হওয়ায় মোকর্দ্দমায় সংশ্লিষ্ট কাহারও কোন বক্তব্য/ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরি উল্লেখিত নং মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া বক্তব্য/ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য গ্রহন করা হইবে। এত দ্বারা আদালতের আদেশ অনুযায়ী দেওয়া হইল।

Pritam Chowdhury
সেরেস্তাদার
বেঞ্চক্লার্ক
Addi District & Seassen.
Judge নবদ্বীপ নদীয়া
১৬/১০/২০২৩

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat(Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIT No. 18e/ KNGP/2023-24/15th FC & 19e/KNGP/2023-24/SBM. Date - 10.10.2023**, Last date of submission **31.10.2023 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

দূরভাষিনী
গান্ধী মার্কেট, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০
ফোন: ৯৩৩২০০১৮৯৯, ৯৭৩২১৫৬৭১৪

উৎসবের মরশুমেও ডেঙ্গু মোকাবিলায় তৎপর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের আনন্দে যেন ডেঙ্গু মোকাবিলায় কোনও শিথিলতা না আসে সেদিকে কড়া নজর রাখছে রাজ্য সরকার। তাই ডেঙ্গু মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত সব কর্মী আধিকারিকদের পুজোর ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জেলাশাসক, জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য ভবনের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই অফিসারদের ডেঙ্গু মোকাবিলায় সমস্ত রকমের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কলকাতা ছাড়াও দুই ২৪ পরগনা এবং আরও কয়েকটি জেলায় ডেঙ্গু ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে বলে খবর এসেছে। ১৪ অক্টোবর মহালয়া। ঠিক তারপরই ১৫ থেকে ১৬ অক্টোবর বিশেষ ডেঙ্গু অভিযান চলবে রাজ্যজুড়ে। তাতে পঞ্চায়েত পুরসভার কর্মী ছাড়াও আশা কর্মী, বাজার কমিটি, বণিক সভা, স্কুল পড়ুয়াদের কাজে লাগানো হবে। এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিবের কড়া নির্দেশ, সমস্ত হাসপাতাল চত্বর থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জেলায় হাসপাতাল চত্বর অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন বলে স্বাস্থ্যভবনে অভিযোগ এসেছে।

চিকিৎসকদের মতে, অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতাল থেকেও ডেঙ্গুর জীবাণু ছড়াচ্ছে। নবান্ন সূত্রের খবর, বৈঠকে উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকা ধরে ধরে পরস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়। জেলার পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যসচিবের তোপের মুখে পড়তে হয় জেলাশাসককে। হাসপাতালগুলি কেন নোংরা হয়ে থাকছে, সেই প্রশ্নও শুনতে হয় অনেক জেলাশাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে। মুখ্যসচিবের আরও নির্দেশ, পুজোর আগেই সমস্ত এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকাগুলি যাতে আবর্জনায় ভরে না যায় তার জন্য পুজো কমিটিগুলিকে সতর্ক থাকতেও বলা হয়েছে।

রেশন দোকানগুলোতে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালুর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার রেশন দোকানগুলোতে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ৩৬০০-র বাশি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। ছয় হাজারের কাছাকাছি রেশন দোকানে এই পরিষেবা চালু হলে আরও বহু সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন বলে খাদ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। বিএসকে মারফত রাজ্য সরকারের ৪০টি দপ্তরের ৩২৩টি পরিষেবা অনলাইনে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। রেশন দোকানেগুলিতে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করার জন্য ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। রেশন দোকানে বিএসকে চালু হলে সরকার ও সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকগুলি প্রস্তাবে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

খাদ্য দপ্তরের সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিএসকে গড়তে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং পরিচালনার খরচ রেশন ডিলারকে বহন করতে হবে। তবে পরিষেবা প্রদান বাবদ তারা নির্দিষ্ট হারে টাকা পাবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে এই পরিষেবা দেওয়া হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

রাজ্যে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছুঁয়ে ফেলেছে। এক বছরের মধ্যেই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে এই অঙ্কের লেনদেন হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে,২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বিদ্যুতের বিল, খাজনা, মিউটেশন ফি, মোটর ভেহিকলস আইনের অধীনে জরিমানা জমা নেওয়ার পরিষেবা চালু হয়। এই সময়ে একদিনে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে সর্বোচ্চ লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৫লক্ষ টাকা।

গ্রামাঞ্চলে সকলের হাতে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ নেই। ইন্টারনেট সংযোগও নেই। অথচ, এখন বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন অনলাইনে করতে হয়। বিভিন্ন দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যও থাকে।

মূলত তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্যই মুখ্যমন্ত্রী বাংলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করেন। সরকারের নিজস্ব প্রকল্প এবং পরিষেবাগুলির নিবিড় প্রচার আরও সহজে করতেও এই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি কাজ করে চলেছে। সরকারি পরিষেবাগুলি দ্রুত মানুষকে পৌঁছনোর লক্ষ্যে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্য পরিষেবা দেওয়া হয়। রাজ্যের সমস্ত মানুষ যাতে কোনওরকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেই উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে খুলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গ্রামেগঞ্জে প্রত্যন্ত এলাকায় একাধিক মানুষ সরকারি নানা প্রকল্পের থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়েন, সেদিকে নজর দিতেই রয়েছে বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। সেই বাংলা সহায়তা কেন্দ্রই এবার নজির গড়ে দিতে চলেছে অনলাইন লেনদেনে'র ক্ষেত্রে।

দমকল বিভাগ থেকে অনুমতি না নেওয়া পুজো কমিটিগুলোকে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন দুর্গা পুজোয় যে সমস্ত পুজো কমিটিগুলি এখনও দমকল বিভাগের অনুমতি নেয়নি তাদের অবিলম্বে অনুমতি নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। আসন্ন দুর্গা পুজো উপলক্ষে মঙ্গলবার কলকাতায় দমকল বিভাগের সদর দপ্তরে আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের পর দমকল মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যের প্রায় ৪১ হাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজোয় ইতিমধ্যে ৩১ হাজার ৫ শো ৯৭ টি পুজো কমিটিকে অনলাইনের মাধ্যমে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন , মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় চার্জ মকুব করা হয়েছে। পুজো প্যান্ডেল গুলিতে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড রোধ করতে নতুন তার ব্যবহারের উপর তিনি জোর দেন। এছাড়া পুজোর সময় অগ্নিকাণ্ডের মত ভয়ংকর ঘটনা এড়াতে ১৫৭ টি ফায়ার স্টেশনের পাশাপাশি আরো একশো টি অস্থায়ী ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হবে। এই সংখ্যা গতবার পর্যন্ত ৩৮ ছিল বলে তিনি জানান।

এছাড়াও অগ্নিকাণ্ডে ঘটনা এড়াতে প্রচার করতে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বড় পুজো মণ্ডপের কাছে দমকল বিভাগ থেকে কিয়স্ক খোলা হবে। পুলিশের পাশাপাশি দমকল কর্মীরাও বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার চালাবেন। বিভিন্ন জায়গায় বাজি বাজারে সতর্কতায় দমকল বিভাগ থেকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সুজিত বাবু জানিয়েছেন।

আগমনীর বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে ভারতীয় যাদুঘরে সভাগৃহে শনিবার মহালয়ার পুণ্যলগ্নে আগমনীর বিশেষ অনুষ্ঠান।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের রচিত মাতৃগাথা পুস্তকের অনুসরণে আগমনীর বিশেষ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অখিলভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রধান কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মহাশয়।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ অক্টোবর ২৩ আশ্বিন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

এবারের পুজোতেও জেলেই পার্থ, তদন্তে নতুন তথ্য সামনে: সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছিল সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তা নিয়ে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল খোদ সিবিআইকেই। নিম্ন আদালত থেকে হাইকোর্ট, মামলার শুনানিতে তদন্ত নিয়ে বেশ কয়েকবার প্রশ্ন তোলেন বিচারপতিরা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলেও তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। এর আগে বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে একাধিকবার ধমক খেতে হয় এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। এরই প্রেক্ষিতে বুধবার বিচারক শুভ্রসোম ঘোষালের এজলাসে কার্যত সুর চড়ায় সিবিআই। এই প্রসঙ্গেই এদিন সিবিআই-এর আইনজীবী বলেন, 'প্রতিদিন আমাদের তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে। নতুন নতুন তথ্য উঠে এসেছে। সেটা যাচাই করতে আমরা জেলে গিয়ে জেরা করতে চাইছি। আমরা হাইকোর্টকে রিপোর্ট দিচ্ছি।

আমাদের তদন্তকারী অফিসার ঘুমিয়ে নেই।' এদিকে সম্প্রতি ইডি-র তদন্তকারী আধিকারিককে সরে যেতেও হয় হাইকোর্টের নির্দেশে। এবার নিম্ন আদালতের নতুন বিচারকের এজলাসে শুনানি চলাকালীন সিবিআই স্পষ্ট জানাল, তদন্তে অগ্রগতি হচ্ছে শুধু নয়, নতুন তথ্যও উঠে এসেছে বলে এদিন দাবি করে সিবিআই। এদিকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জেলেই পুজো কাটাতে হবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। এদিন তাঁকে জেলে গিয়ে জেরা করার আর্জি জানায় তদন্তকারী সংস্থা।

এদিকে সিবিআই বিশেষ আদালতে সদ্য বিচারক বদল হয়েছে। আগে ছিলেন বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের অভিযোগের ক্ষেত্রে পুলিশকে কেন তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নও উঠেছিল। বুধবার নতুন বিচারকের এজলাসে হয় শুনানি। এদিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ নিয়োগ মামলার একাধিক অভিযুক্তকে এজলাসে তোলা হয়। এদিন নতুন পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পার্থকে ফের একবার জেলে গিয়ে জেরা করার আর্জি জানায় সিবিআই। আগামী ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত পার্থকে জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেয় নিম্ন আদালত।

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না রাজ্যপাল, জানালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাম জমানা থেকে তৃণমূলের শাসনকাল। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বরাবরই ছিল। সর্বত্রই একই ছবি দেখা গেলেও এবার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, এমনটাই দাবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য শান্তা দত্ত দে। আচার্য তথা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেন। সেই নিয়োগ নিয়েও ইতিমধ্যেই বিতর্কও তৈরি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার যে দাবি জানানো হয়, তা নিয়েও বিস্ফোরক মন্তব্য করার পাশাপাশি উপাচার্য রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে এও জানান, 'গত ৪ মাস ৯ দিনে একটা দিনও আচার্য কোনও ফোন করেননি। পরিচালনায় কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় যে স্বশাসিত, সেটা উনি করে দেখাচ্ছেন।' শুধুমাত্র ভাল কাজ করার জন্য আচার্য অভিনন্দন জানান বলেও জানিয়েছেন উপাচার্য। শুধু তাই নয়, সি ভি আনন্দ বোসকে বিচক্ষণ ও বিদ্বান বলেও উল্লেখ করেন শান্তা দত্ত। এই প্রসঙ্গে এও বলেন, 'শিক্ষক জীবনে এক গোপালকৃষ্ণ গান্ধিকে দেখে ছিলাম যাঁকে আচার্য হিসেবে খুব শ্রদ্ধা করতাম আর এখন আনন্দ বোসকে শ্রদ্ধা করি।' তবে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য ও রাজ্যপালের দ্বন্দ্ব একেবারেই কাম্য নয় বলেই মন্তব্য করেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মামলা চলাকালীন রাজ্যপাল কীভাবে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে সুপ্রিম কোর্ট। তবে শান্তা দত্ত দের মতে, অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে পারেন আচার্য। এদিকে আচার্য বিল নিয়েও চলছে তরজা। মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করতে যে বিল আনা হয়েছে, তাতে সই করছেন না রাজ্যপাল। এই ইস্যুতে কিছুদিন আগে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান উপাচার্যদের একাংশ। এই প্রসঙ্গে উপাচার্য শান্তা দত্ত দে বলেন, 'এমন দাবি কখনও শুনিনি।'

আপার প্রাইমারিতে নিয়োগের দাবিতে অভিযান, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আপার প্রাইমারিতে নিয়োগের দাবিতে আচার্য সদন অভিযানে তপ্ত হয়ে উঠল বিধাননগর। এদিন দুপুরে করুণাময়ীতে জমায়েত করেন চাকরিপ্রার্থীরা। গন্তব্য ছিল এসএসসি অফিস। কিন্তু পথেই তাঁদের আটকে দেয় বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে। বেশ কয়েকজনকে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়েও যাওয়া হয়। যদিও তখনও থামেনি স্লোগান। ক্ষোভে ফুটতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এও জানান, এই নির্লজ্জ, অপদার্থ কমিশনকে ধিক ধিক ধিক্কার। অবিলম্বে কাউন্সিলিংয়ের নোটিস দিতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে।

এদিকে সূত্রের খবর, বুধবার করুণাময়ী মেট্রো স্টেশন থেকে চাকরিপ্রার্থীরা বের হতেই পুলিশ তাঁদের কার্যত ঘিরে ফেলে। তোলা হয় পুলিশের গাড়িতে। সেই সময়েই পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় চাকরিপ্রার্থীদের। সিঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে তাঁদের তোলা হয় প্রিজন ভ্যানে। নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। সব মিলিয়ে গোটা করুণাময়ী চত্বর বুধবার দুপুরে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। এরই জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যানজটেরও সৃষ্টি হয়। এদিকে চাকরিপ্রার্থীদের তরফ থেকে জানানো হয় তাঁরা ২ বার ইন্টারভিউ দিয়েছেন। কিন্তু, এখনও মেলেনি চাকরি। মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে দীর্ঘদিন থেকে তাঁরা পড়ে থেকে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। চলছে ধরনা, অবস্থান। আর কতদিন তাঁদের এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে হবে এ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। এরই প্রেক্ষিতে এর সুরাহা কবে হবে? প্রসঙ্গত, আপার প্রাইমারির চাকরিপ্রার্থীরা ২ বার ইন্টারভিউ দিলেও একবার তাঁদের প্যানেল বাতিল হয়ে যায়। তারপর তাঁদের নিয়োগ পুরোপুরি দাঁড়িয়ে থাকে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ও এসএসসির কাজের উপরে। তাই গোটা প্রক্রিয়া যাতে দ্রুত শেষ হয় সে কারণেই তাঁরা এদিন ফের রাস্তায় নেমে আন্দোলনে নামেন তাঁরা। পুলিশি বাধার মুখে পড়লেও তাঁদের সাফ দাবি, চাকরি না মেলা পর্যন্ত তাঁরা কোনওভাবেই আন্দোলনের পিছু হটবেন না, চলবে আন্দোলন।

পুজোতে অপ্রীতিকর ঘটনা সামাল দিতে তৎপর দমকলও, চলছে প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজো এক্কেবারে দোরগোড়ায়। পুজোর সময় যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য তৎপর দমকলও। দমকল দপ্তরের প্রতিনিধিরা জানান, প্যান্ডেলের ভিতরের যেন ভাল ইলেকট্রিকের তার থাকে, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।

এদিকে পুজোর মুখে বড় পুজো প্যান্ডেলে সচেতনতা শিবিরের আয়োজনও করা হচ্ছে। ২৫টি মণ্ডপে এই ধরনের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। এরই পাশাপাশি দমকল সূত্রে খবর, রাজ্যে ৪১ হাজারের বেশি পুজো হতে চলেছে। অনলাইনে ইতিমধ্যেই ৩১, ৫৯৭ পুজো অনুমোদন পেয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

দমকল সূত্রে খবর, রাজ্যে এখন ১৫৭ দমকল কেন্দ্র আছে। তবে এ বছর ৩৮ থেকে বেড়ে ১০০ অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র হয়েছে। সেগুলি কোথায় থাকবে ডিএফও-রা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সঙ্গে একবরও মিলছে, ১৮ অক্টোবর থেকে পুজোর ডিউটি শুরু করে দেবে দমকল। একইসঙ্গে বেআইনি বাজি বিক্রি রুখতেও মাঠে থাকবে দমকল। কালীপুজোর সময় বাজি বাজারে থাকবে দমকল। বাজি বাজারে গ্রিন বাজি বিক্রি হচ্ছে কি না সে বিষয়ে নজর থাকবে দমকলের। অগ্নিনির্বাপণ সচেতনতায় প্রচার করবে দমকল। পাশাপাশি দুর্গাপুজোর সময় বড় পুজো প্যান্ডেলে সচেতনতা প্রচার করা হবে দমকলের তরফে। একইসঙ্গে দ্রুত অগ্নি নির্বাপণের পরিকাঠামোয় যুক্ত হচ্ছে ড্রোন।

এদিকে দ্রুত উদ্বোধন হবে হাওড়া ফায়ার স্টেশনের। পুজোর পর চালু হবে লেকটাউন, বিরাটি, সবংয়ে দমকল কেন্দ্র। একইসঙ্গে কালীঘাট, টালিগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের সংস্কার হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে।

কাশীবোস লেনে মা দুর্গার চক্ষু অঙ্কন করছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। ৮৬তম বর্ষের পুজো এ বছর। ক্লাবের ৮৬ জন সদস্য মরনোত্তর চক্ষুদান করলেন বুধবার। ছবি: অদিতি সাহা

'ঋদ্ধি'তে সৌভাগ্য, সমৃদ্ধির প্রার্থনা লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: 'মান্দানা শিল্প' সম্পর্কে আমরা খুব একটা অবগত নই। দুই থেকে চার শতক, এই বিরাট সময়ে বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলেছিল ভারতের এই শিল্প । এরপর সময়ের সঙ্গে এই শিল্প বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। তবে রাজস্থান সরকার একে সম্মান জানিয়ে হেরিটেজ আখ্যা দিয়েছে। শুধু রাজস্থানই নয়, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ বা গুজরাতের প্রত্যন্ত জায়গায় গেলেও নজরে আসে এই মান্দানা শিল্প। এর বৈশিষ্ট্য বলতে লাল মাটির ওপর সাদা চুনের কাজ অর্থাৎ লাল-সাদার এক অপূর্ব মিশেলে ফুটিয়ে তোলা হয় নানা ধরনের কারুকাজ। এই মান্দানা শিল্পের চল রয়েছে রাজস্থানের যে কোনও শুভ অনুষ্ঠানে। ঠিক যেমনটি বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আল্পনা। এই পেইন্টিংস সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে পুজোর চারটে দিনের মধ্যে অন্তত একবার আসতেই হবে লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের পুজোয়। এই মণ্ডপের প্রবেশ দ্বার থেকে শুরু করে পরতে পরতে জড়িয়ে রাজস্থানের শিল্প- সংস্কৃতি। এই মান্দানা শিল্পকে তুলে ধরতে গোটা মণ্ডপটাই যেন রূপ নিয়েছে রাজস্থানের কোনও এক অখ্যাত গ্রামের। যেহেতু মান্দানা শিল্প থিমের ফোকাল পয়েন্টে, তারই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে থিমের নামকরণ করা হয়েছে 'ঋদ্ধি'।

রাজস্থানের সংস্কৃতিতে 'ঋদ্ধি' মানুষের সুখ, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক। যার প্রকাশ ঘটে একটি কলসের ওপর আম্রপল্লব স্থাপনে। ২০২৩-এ লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের ৬১ তম বর্ষের পুজোয় এই 'ঋদ্ধি' থিমের মধ্য দিয়ে দেবীর কাছে সকলের সুখ, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রার্থনাই জানানো হয়েছে, বলে জানান পুজো উদ্যোক্তাদের অন্যতম সব্যসাচী দত্ত। সঙ্গে এও জানান, শরতে দেবী দুর্গার আরাধনা যেহেতু বঙ্গজীবনে শ্রেষ্ঠ উৎসব বলে বিবেচিত হয় সেই কারণেই শিল্পী প্রশান্ত পাল তাঁর চিন্তনে দুর্গাপুজোর থিমে তুলে ধরেছেন এই মান্দানা শিল্পকে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, বঙ্গ সংস্কৃতির মতোই 'নবরাত্রি' রাজস্থানীদেরও এক বড় উৎসব। রাজস্থানে নবরাত্রিকে ঘিরে মান্দানা শিল্পের কাজ বিশেষ নজর কাড়ে। নবরাত্রি এবং বঙ্গের দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটও এক। আর সেই কারণেই মণ্ডপের প্রবেশের মুখেই প্যান্ডেল গাত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই নবরাত্রির প্রতীককে, যেখানে দেবীর হস্তে বধ হচ্ছেন মহিষাসুর। একইসঙ্গে নজরে আসবে লাল-সাদায় মান্দানা শিল্পের নানা কারুকাজ। শুধু তাই নয়, প্রবেশ দ্বারে রয়েছে রাজস্থানের গ্রামে বহুল ব্যবহৃত খাটিয়ায় দড়ির যে বুনন থাকে, তার কাজও। এরই পাশাপাশি রাজস্থানের এক গ্রাম্য পরিবেশের আবহকে পূর্ণতা দিতে মণ্ডপের মধ্যে তৈরি হয়েছে গম ও যবের ক্ষেত। এরপর মণ্ডপে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে বিভিন্ন রংয়ের কারুকাজের এক সমাহার। শুধু মান্দানা শিল্পকর্মই নয়, সেখানে অবিন্যস্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যাবে রাজস্থানের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত সুদৃশ মাটির কলসি, জালার মতো নানা ধরনের জিনিস। সঙ্গে রয়েছে মূলি বাঁশ বা মূলি সুতো দিয়ে নানা ধরনের হস্তশিল্প। এই মূলি সুতো লাল আর হলুদ হওয়ায় মণ্ডপে এই দুই রংয়ের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আরও নানা রংয়ের সুতোর ব্যবহার। সব মিলিয়ে বিভিন্ন রংয়ের বিচ্ছুরণ ঘটবে এই মণ্ডপে। এখানেই শেষ নয়, বঙ্গ সংস্কৃতির নানা আচারে গোময় অর্থাৎ গোবর বা গোমূত্রের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই দুটি বস্তুর একই ভূমিকা দেখা যায় রাজস্থানের সংস্কৃতিতেও। কোনও শুভ অনুষ্ঠানে হিন্দু বাঙালিরা দেওয়ালে যেমন স্বস্তিক এঁকে তার তলায় পাঁচটি বিন্দু দেন, ঠিক তেমনই রাজস্থানে গোবর দিয়ে দেওয়া হয় হাতের ছাপ। রাজস্থানের এই রীতিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ গাত্রে। এছাড়াও বহু কাজ রয়েছে এই মণ্ডপে, যা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গোবরের ওপর।

এই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একেবারে রাজস্থানী ঘরানায় তৈরি হচ্ছে মাতৃপ্রতিমাও। মাতৃপ্রতিমার বৈশিষ্ট্য বলতে তিনি এখানে অষ্টাদশভুজা। এরই পাশাপাশি মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মী বা সরস্বতীও ও চতুর্ভুর্জা। কারণ, রাজস্থানী সংস্কৃতিতে এঁরা মায়ের সন্তান নন, মা দুর্গারই ভিন্ন রূপ। এরই পাশাপাশি চালচিত্রের স্টাইলে প্রতিমার মাথার উপর অবস্থান করছেন দশ দেবতা,যাঁরা মহিষাসুর দমনে দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন অস্ত্রে রণসাজে সজ্জিত করেন। থিমের সঙ্গে থাকছে মানানসই আলোকসজ্জাও, এমনটাই জানান দেবাশিস গুহ নামে অপর এক বর্ষীয়ান পুজো উদ্যোক্তা। আলোক সজ্জা যে এক ভিন্ন মাত্রা দেবে এই মণ্ডপকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত তিনি। আলোর দায়িত্বে রয়েছে কৃষ্ণনগরের মা তারা ডেকরেটরর্স। সঙ্গে মণ্ডপে এক শুদ্ধ বাতাবরণ তৈরিতে শিল্পী প্রশান্ত পাল ব্যবহার করছেন রাজস্থানী মহিলাদের একত্রে স্তোত্রপাঠ। সব মিলিয়ে এবারে লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের হাত ধরে উঠে আসছে এক টুকরো রাজস্থান। তবে প্যান্ডেল নির্মাণ প্রসঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে শোনা গেল, ৪০ জনের যে দলটি গত ৪ মাস ধরে থিমকে বাস্তবায়িত করছেন তাঁদের কাজ নিয়ে। কারণ, এই প্যান্ডেল নির্মাণে কোনও যন্ত্রের ব্যবহার তাঁরা করেননি। তবে সবকিছুর শেষে লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের পুজো উদ্যোক্তাদের বার্তা, 'শুদ্ধ শুচি, সুস্থ রুচি'র।

নৈহাটির গরিফা যুব সংঘের মণ্ডপে ফুটে উঠছে একটুকরো জারোয়া গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আন্দামানে বসবাস জারোয়া উপজাতির। লুপ্তপ্রায় এই উপজাতি জীবনযাত্রাই মডেলের আকারে তুলে ধরা হচ্ছে নৈহাটির গরিফা রামঘাট চৌমাথার যুব সংঘের পুজোয়। এ বছর গরিফা যুব সংঘের দুর্গাপুজো ৫১ তম বর্ষে পড়ল। বর্তমানে সেই লুপ্তপ্রায় জনজাতির বাসস্থান, অলংকার ছাড়াও শিকার ও খাদ্য সংগ্রহে তারা যেসমস্ত সামগ্রী ব্যবহৃত করে থাকে তা মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরা হচ্ছে। মণ্ডপে এখানে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে হোগলা পাতা, সরখাচি, বেতফুল, নারকেলের মালা, কতবেলের খোল, মালাই কাঠি, লিলিয়াম ফুল ও আইসক্রিমের কাঠি। আর ফাইবার দিয়ে গড়া হচ্ছে জারোয়াদের মডেল।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে লুপ্তপ্রায় সেই জারোয়া গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা তুলে ধরতে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির শিল্পী সুখেন্দু শেখর জানা। শিল্পীর কথায়, মণ্ডপ সজ্জায় কেমিক্যাল জাতীয় কিছুই ব্যবহার করা হচ্ছে না। জারোয়ারা সাধারণত পোশাক পরে না। কিন্তু শামুক, কচ্ছপের খোল কিংবা লতাপাতা দিয়ে তৈরি অলংকার তাঁরা পরেন। অলংকার ও ঘরবাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে তারা যেসমস্ত উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন।

সেই জাতীয় সামগ্রী দিয়েই তাদের জীবনযাত্রার থিম তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। অন্য দিকে এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা তথা স্থানীয় কাউন্সিলর সুশান্ত সরকার বলেন, 'আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সরকারি মতে জারোয়া উপজাতির সংখ্যা মাত্র ২৫০ থেকে ৪০০ জন। কিন্তু ওদের সচরাচর দেখা যায় না। লুপ্তপ্রায় সেই জারোয়া উপজাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মানুষের কাছে তুলে ধরতেই তাদের এই প্রয়াস।'

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার পরিত্যাজ্য

দেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলির ভিত্তি হল গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্থিতি, তথা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান। গ্রামের মানুষের মধ্যে বৃহদংশ শ্রমজীবী এবং অদক্ষ শ্রমিক। সেই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কারিগরি দক্ষতা-নির্ভর শিল্পকর্মগুলি ক্ষয়িষ্ণু। তার উদাহরণ হল তাঁত শিল্প। পাওয়ারলুমের দাপটে বংশানুক্রমে যাঁরা তাঁতের শাড়ি, গামছা বুনতেন, তাঁদের পক্ষে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হল না। এর ফলে শ্রমজীবী মানুষের রুজিরোজগারে সঙ্কট বৃদ্ধি পেল। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। এর মধ্যে চাষবাসে কর্মরত মুনিশ-মান্দাররাও আছেন, কারণ যখন মাঠে কাজ থাকে না তখন তাঁরাও কর্মহীন। এই বিশাল কর্মহীন শ্রমজীবীদের মজুরিভিত্তিক কাজের সংস্থান করার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন ধরনের শ্রমনিবিড় প্রকল্প 'জাতীয় গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্প' শিরোনামে রূপায়িত হত। প্রধানত পুকুর খনন প্রাধান্য পেত। কিন্তু বেশ কিছু দিন হল কেন্দ্রীয় সরকার অর্থের জোগান বন্ধ করেছে। তার কারণ নাকি হিসাবের গরমিল। সেটা আধিকারিকরা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিচ্ছেন না কেন? গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অবশ্যই থাকবে, এবং যৌথ উদ্যোগে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে মজবুত করবে, এটাই প্রত্যাশিত। মনে রাখতে হবে, সরকারের কোনও রাজনৈতিক পরিচিতি নেই। রাজনৈতিক মতপার্থক্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার রূপ নিলে সর্ব ক্ষেত্রেই দুর্দিন অনিবার্য। রাজ্য ও কেন্দ্রের রেষারেষিতে গ্রামের মানুষের রোজগার ব্যাহত হবে, তাঁরা অভুক্ত থাকবেন, এটি গ্রহণযোগ্য নয়। আর রাজ্যের দেয় অর্থে শুধুমাত্র শ্রমভিত্তিক প্রকল্প রূপায়ণ প্রায় অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার পরিত্যাজ্য।

শাশ্বত কথা

ব্যাকুলতা

তীব্র বৈরাগ্য হলে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমনকরে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো-- এই বলে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ, আটুবাটু করছিল--যেন প্রাণ যায়। গুরু বললেন, দেখ,এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে। তাই বলি,তিন টান একসঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান,আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে করে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

বিজয় মার্চেন্ট

১৯১১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় মার্চেন্টের জন্মদিন।*
১৯১৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজয় রাজে সিন্ধিয়ার জন্মদিন।*
১৯৩৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবরাজ পাতিলের জন্মদিন।*

দুর্গোৎসব: ব্যবসার একাল সেকাল

বরুণ মণ্ডল

৩৬১ দিনের প্রতীক্ষিত দুর্গোৎসবের হাতে-গোনা আর কয়েক দিন দেরি। বঙ্গের অঙ্গ শোভা থেকে পদশোভা শুরু করে চারিদিকে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। প্যান্ডেলে বাঁধার কাজ তো অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে। গত আষাঢ়েই খুঁটি পূজা দিয়ে অপেক্ষার দিন গোনা শুরু। দুর্গাপুজোর আধ্যাত্মিকতার পাঠ চুকিয়ে দুর্গা পুজো আজ শুধুই 'উৎসব'। সে কাহিনী অন্য আরেক প্রবন্ধে বলা যাবে। আজ অতি বাস্তব অর্থাৎ দুর্গা পূজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ব্যবসায়িক দিকের পরিবর্তনটি আলোচ্য বিষয়। কেন কি দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে বাংলার অর্থনৈতিক লেনদেনের পরিমাণটাও আকাশ ছোঁয়া। বিগত করোনা মহামারীতে সেই লেনদেনের প্রচুর ঘাটতি ছিল। গত বছর কিছুটা হলেও বাজার উঠলেও এ বছর ঊর্ধ্বগতি পুরোপুরি মাত্রায় উঠে এসেছে বলা যায়। যদিও বিগত মহামারীর রেশ প্রান্তিক শ্রেণীর সংসারে এখনো বিদ্যমান। পশ্চিমবাংলার কাজের ক্ষেত্রটা ওলটপালট হয়ে উঠেছে। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাঙালি যুবকেরা সিংহভাগ জড়িত। বহিঃ রাজ্যে এবং বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেও উৎসবমুখর বাংলায় এসে বেশ প্রফুল্লতা দেখাতেন যারা করোনাকালে তাদেরকে বিদেশ যাত্রা হয়ে উঠেছিল দুঃস্বপ্নের মতো। ফলে তারা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ ফেলে অনেকেই জন্মভূমিতে কিছু একটা করে উদারান্ন অর্জনের চেষ্টা করছে। কিন্তু উদয়স্ত পরিশ্রম করেও জীবিকা নির্বাহ করা বাংলায় কতটা দুঃসাহসিক ব্যাপার সেটা প্রান্তিক শ্রেণীর জনসাধারণ বোঝে। বড় পুজোর প্রাক্কালে অর্থনৈতিকভাবে বাংলার গ্রাম ও গঞ্জ ফুলেফেঁপে ওঠে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শপিংমল থেকে ফুটপাতের জুতো মেরামতকারীরও বেশ লক্ষী লাভ হয়। সেই ব্যবসায়িক গতিপ্রকৃতি আজ যথেষ্ট অন্য রকমের।

এখন চলছে মুক্ত বাণিজ্যের আবহাওয়া। তারই কিছু চিত্র দেখতে পেলাম গত ২ অক্টোবর ছুটির দিনে। গ্রাম কেন্দ্রিক শহরগুলোতেও আজকাল বহুজাতিক কোম্পানির শপিংমল জেঁকে বসেছে। একদা ফুটপাতের দুদিকে সারিবাঁধা ঘুপচি দোকানগুলি ছিল বাঙালির কেনাকাটার নন্দনকানন। দুর্গাপুজোর অষ্টমী পর্যন্ত কেনাকাটির ধুম ছিল চরমে। মাটির ভান্ডার ভেঙে সম্বৎসরের পুঁজিতে আনন্দ কেনায় ব্যবহৃত হতো। সে চালচিত্র আর নেই। দেখতে পেলাম পুঁজিপতিদের থাবা বসেছে ছোটখাটো দোকানদারদের উপর। ঝাঁ চকচকে শপিংমলের আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যথাসম্ভব পসরা নিয়ে ফুটপাত দোকানদারেরা। মাছি তাড়ানোর মাছিও নেই। ঘুপচি ঘরে তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার নেই, বিদেশি আদব-কায়দা নেই। এ দোকান থেকে ও দোকানে ঘোরা খরিদ্দারের শরীর-মন শীতল করার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা নেই। ছোট্ট পুঁজির ছোট্ট ব্যবসায়ীদের নেই-এর তালিকা অনেক দীর্ঘ। শুরু হয়েছে এক অসম প্রতিযোগিতা।

একেই কি বলে কারোর পৌষ মাস কারো সর্বনাশ! যখন দেশে পুঁজিপতিদের দৌরাত্ম আসেনি, তখন ফুটপাত দোকানীদের কত রেলা! খরিদ্দারকে লক্ষ্মী না ভেবে বরং বোকাই ভেবেছে। কত গুণ যে লভ্যাংশ রেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। ব্যবসায়িক কোনো নীতি ফুটপাত দোকানীরাও একদা রাখেনি। লক্ষ্য শুধু লাভ। তাদের সাধারণত বাধাধরা খরিদ্দার থাকে না বলে আগন্তুক খরিদ্দারের গলা কাটতে কেউ ছাড়েনি। উৎসব মরসুমে আনন্দে মশগুল খরিদ্দার আনন্দের খোঁজে ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে শুধুই ঠকেছেন। ফুটপাত দোকানীরা ছোট্ট দোকান ঘরে বসেই দালান হাঁকিয়েছেন। সবচেয়ে নাজেহাল হয়েছে একবার খরিদ করার পর পণ্য বদলাবার সময়। তখন তো দোকানি মালিক, আর খরিদ্দার দাস। এমন যাচ্ছেতাই পরিবেশে না পড়ার মতো অভিভাবক খুব কম লোকই আছেন।সাধারণ খরিদ্দারের কথা ভাবার ফুসরত তারা পায়নি। শপিংমল কালচার এসে দুর্গোৎসবের সমস্ত হিসাব ওলটপালট করে দিয়েছে। জানিনা মহামায়ার নামে ব্যবসায়িক জোচ্চুরি কর্মফলের পরিণাম কিনা।

আজ প্যাডেল চাপা রিক্সা এবং ভ্যান চালকদের বড়ই দুরবস্থা। কিন্তু বেশ মনে আছে একদা তাদের সে কি রাজকীয় আবভাব ছিল। তাদের কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জো ছিল না। চালকদের নিজেদের মধ্যে সেকি কত একতা। একে অপরের অন্যায়কে সমর্থন করতে ভদ্রলোককে অপদস্থ করতে ছাড়ত না। বে কায়দায় পড়লে অস্বাভাবিক ভাড়া নেওয়া বা নিজেদের সুবিধামত স্থানে যাত্রী নামিয়ে দেওয়া ছিল জলভাত ঘটনা। বিশ্বকর্মা পূজা এবং অন্যান্য সংগঠনের অনুষ্ঠানে রিক্সা পাওয়ার জন্য যাত্রীদের হাতে-পায়ে ধরতে হতো। পরিস্থিতি একরকম ভয়ংকর ছিল। তারপর এলো মোটর চালিত রিক্সা অর্থাৎ যার পোশাকি নাম টোটো। শিক্ষিত বেকাররা আজ রিকশাচালক হয়ে উঠেছে। এখন চলছে তাদের দাপট। সেই দাপটে তৎকালীন রাজকুমার ভাব নেওয়া রিক্সাচালকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তারাও এখন মাছি তাড়াচ্ছেন। আজ টোটো চালকরা নিত্যনতুন নিয়ম চালু করছেন, সেই রিক্সাচালকদের মতোই যাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার যথেষ্ট চালু হয়ে গেছে। জানা নেই এই পরিস্থিতি আবার কিভাবে বদলাবে! এটা পরিষ্কার বলা যাচ্ছে সাধারণ নিরীহ প্রান্তিক শ্রেণীর প্রতি চালাকি করার ফলাফল।

এখন চলছে শপিংমল রাজ। মানুষের ঢল নেমেছে শপিংমলে। পূর্বতন ব্যবসায়ীদের মতোই সেখানেও মানুষ ঠকানোর কারবার চলছে। অথচ সাধারণ মানুষ লাইন দিয়ে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে শপিং মলের ব্যবসায়ীদেরকে অর্থ দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ওদিকে ঠান্ডা ঘরে বসে মানুষকে ঠকানোর নিত্য নতুন ফন্দি আঁটছেন শপিংমলওয়ালারা। পূর্বের দামের উপর বর্ধিত দামের স্টিকার লাগিয়ে এক্সট্রা ছাড়ের ব্যবস্থা। বিভিন্ন উপঢৌকন। খরিদ্দারের বাজেটের চেয়ে বেশি লিমিটে রেখে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে অতিরিক্ত ক্রয় করিয়ে নেওয়ার সাইকোলজিক্যাল চাপ সৃষ্টি। মানসিক এবং দৈহিক ক্লান্তি মিটিয়ে ব্যবসায়িক বিক্রির ঊর্ধ্বগতি বজায় রাখতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ সৃষ্টি। এর সঙ্গে অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থার সাইকোলজিক্যাল স্বস্তির পন্থার সু ব্যবস্থা। কড়েকড়ে নোটে মূল্য চোকাতে যতটা না মানসিক কষ্ট আছে অনলাইন পেমেন্টে যান্ত্রিক পদ্ধতি মানসিক বেদনা অনেকাংশেই হ্রাস করে। অর্থাৎ শপিংমল মানেই খুড়োর কল! বুদ্ধিদীপ্তভাবে আপনাকে গলা কাটলেও আপনি ফ্রিতে সুরসুরি পাওয়া ভেবে হাসতে থাকবেন!

পুঁজিপতিদের শপিং মল কতটাই অমানবিক ব্যবসায়িক সংগঠন তা কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করলে অনুমান করবেন। শিশু থেকে বয়স্ক সবাই তাদের খরিদ্দার। খোলামেলা পরিবেশে নিজের ইচ্ছেমতো বাছাই করার সুযোগ থাকে বলে প্রচুর সময় ব্যয় করেন খরিদ্দাররা। কম শারীরিক সক্ষম বা অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কোন শপিংমলেই বিশ্রামের ব্যবস্থা নেওয়া নেই। অর্থাৎ আপনি চাইলেই কেনাকাটি না করে তাদের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া উপভোগ করতে পারবেন না। কোন শপিংমলেই থাকেনা পানীয় জলের ব্যবস্থা। বাইরে থেকে পানীয় বা খাদ্য নিয়ে গেলেও প্রবেশ দরজায় আপনার সেই ব্যাগ অথবা লাগেজ সম্ভাব্য 'চোর ভেবে' আপনাকে আটকে রেখে দেবে। অথবা আপনার ব্যাগ তারা লক বা সিল করে দেবে। আপনি তাদেরকে যথেষ্ট বিশ্বাস করে কেনাকাটি করবেন কিন্তু আপনাকে চুপিচুপি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে শত শত ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও তারা আপনাকে মোটেও বিশ্বাস করবেন না। এটাই বর্তমান শপিং কালচার।

দুর্গা পুজো সম্পূর্ণই হিন্দু রীতিনীতিতে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কারা যেন দুর্গা পুজোকে 'বাঙালির উৎসব' বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর একটা সুন্দর ব্যবসায়িক কারণ আছে। হিন্দুর পুজো হলে শুধু হিন্দুরাই সেখানে মাতবে। ফলে খরিদ্দার কমবে। বাঙালি শুধু হিন্দুরা নয়, জৈন, খ্রিস্টান, মুসলিমরাও বাঙালি। কারণ যারা বাংলায় বসবাস করে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা সবাই বাঙালি। সুতরাং 'বাঙালির দুর্গোৎসব' প্রমাণ করতে পারলে খরিদ্দারের বহর বাড়বে। আবার নিজেদেরকে ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠানো যাবে। তাইতো আওড়ানো হয়, 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। ইসলাম ধর্মে তো পৌত্তলিকতা মানা হয় না। দুর্গোৎসব মানেই তো পৌত্তলিকতা। তাহলে বাঙালি মুসলিম জনতা কেন দুর্গাপুজোয় আনন্দ উৎসব মানাবে? অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও তো একই প্রশ্ন আসছে। আসলে দুর্গাপুজো আর হিন্দুর শাস্ত্রের অধীনে নেই। দুর্গা পুজো 'দুর্গোৎসব' তথা শারদোৎসবের নামে ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। উমা শ্বশুর আলয় ছেড়ে পিতৃ গৃহে আসলে আনন্দের ঢল নামে, আনন্দ মানাতে প্রয়োজন প্রচুর কেনাকাটি... পোশাক আশাক, খাদ্য, পানীয়, গৃহসজ্জা ইত্যাদি; যুক্তি আছে বৈকি! মেয়ে বাড়ি ফিরলে পিতৃগৃহে আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু মেয়ে বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি গেলে এত আনন্দের ঢল নামবে কেন? ভারাক্রান্ত মনে কান্নাকাটি করার কথা। কিন্তু সেটি হচ্ছে কি! শোনা যায় মায়ের বিসর্জনের দিনে নাকি বাংলায় সবচেয়ে বেশি মদ বিক্রি হয়। এখানেই ব্যবসা জিতে গেছে, শাস্ত্র হেরে গেছে।

কামদুনি মানে এখন শুধু বুকফাটা কান্না আর হাহাকার

সুবল সরদার

কামদুনি মানে এখন শুধু বুকফাটা কান্না আর হাহাকার। সেই দিনের সেই পৈশাচিক কান্ড সারা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এখন রায়দানের পর শোকের ছায়া দেখছি হাইকোর্টে । কী নিদারুণ বুকফাটা কান্না চোখে জল আনে। এই প্রতিবেদন লিখতে ইচ্ছা করে না কিন্তু বিবেকের তাড়নায় লিখতে হচ্ছে। ২০১৩ সালের ৭ জুন দ্বিতীয় বর্ষের এক কলেজ পড়ুয়া কিশোরীকে কয়েক জন নর খাদক গণ ধর্ষণ করে খুন করেছিল। সেই বিচার চলতে চলতে এক দশক কেটে যায়। অবশেষে বিচার মেলে। তাবে ওই মৃতা কিশোরীর পক্ষে নয়, বিচার পায় নরখাদক, ধর্ষণকারীরা। নিম্ন আদালত তিন জন নরখাদককে ফাঁসির সাজা এবং তিন জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল। তারপর এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হয়। আপীলে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দুজনকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয় আর চার জন ছাড়া পায়। হাইকোর্টের আদেশ ঠিক এইভাবে দেওয়া হয়েছে —

১) আনসার আলী মোল্লা - ফাঁসির পরিবর্তে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ।
২) সইফুল আলী মোল্লা - ফাঁসির পরিবর্তে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ।
৩) আমিন আলী - ফাঁসির সাজা হয়েছিল, আজ বেকসুর ছাড়া পেল।
৪) ইমানুল হক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে ছাড়া পেল।
৫) ভোলানাথ নস্কর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে ছাড়া।
৬) আমিনুর ইসলামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে ছাড়া পেল।

এইভাবে গুরু পাপে লুঘ দন্ড হয়। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পর এমন বিচারের আদেশ সারা রাজ্যবাসীকে স্তম্ভিত করে। ওই মৃতা কিশোরীর পরিবার দুঃখ সাগরে ডুবে মরে। অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে ভেবে সেখানকার গ্রামবাসীরা ভয়ে আতঙ্কিত।

একদিকে বিলম্বিত বিচার, আইও-র রিপোর্ট, উকিল বাবুদের সওয়াল জবাব, ঘন ঘন সরকারি উকিল (১৪ জন) পরিবর্তন,ঠিক মতো সাক্ষী দিতে না পারা, একের পর এক আপীল তারা বিচার পায় না। এমন জটিল পরিস্থিতিতে বিচার পাওয়ার কথা নয়। তাই 'প্রতিকারহীন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কেঁদে চলে। যারা এমন পৈশাচিক ঘটনার জন্যে দায়ী তারা কোর্টে প্রমাণ করে নির্দোষ। আর যে নির্যাতিতা খুন হলো প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, সে ওই খুনিদের দ্বারা ধর্ষণ বা খুন হয় নি। সে কি ভাবে খুন হলো? তার আইনি ব্যাখ্যা কোর্টের কাছে নেই। এটা তো অ্যাক্ট অফ গড নয়, হাইনাস অ্যাক্ট অফ ক্রিমিনাল আমরা সকলে তা জানি। এক কোর্টের আদেশ পক্ষে যায় আবার আপীল কোর্টের আদেশ বিপক্ষে যায় ঠিক যেন জুয়া খেলার মতো । পাশার দান কখন কার পক্ষে যায় বোঝা মুশকিল। দশ বছর আগের ঘটনা দশ বছর পরে ডকে দাঁড়িয়ে কখনো সাক্ষী দেওয়া যায়? যা অবাস্তব তা কখনো বাস্তব হয়? তবুও এই বিলম্বিত, অন্ধকার বিচার ব্যবস্থা নাকি আমাদের মুক্তির ঠিকানা? বুলডোজার বাবা যোগীর এনকাউন্টারে মুহূর্তে বিচার মেলে বলে তাই এতো প্রশংসিত।

আইন তৈরি হয় মানুষের মুক্তির জন্যে। এখানে আইন আমাদেরকে মুক্তির দিশা দেখাতে পারছে না। উপনিবেশিক মানসিকতা, জরাজীর্ণ, সংস্কারহীন বিচার ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থার অন্তরায় হয়ে উঠেছে ।

মনে হয় মানুষের জন্যে আইন নয়, আইনের জন্যে মানুষ। জটিল আইনের ফাঁদে পড়ে নিরীহ, অসহায়, গরীব,মূর্খ, দরিদ্র ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। বাঙালিকে এই ভাবে হাইকোর্ট দেখানো হয় আর তারা হাইকোর্ট থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি যায়। বিচার ব্যবস্থাকে কখনো সমালোচনা করা যায় না, কিন্তু কখনো কখনো তারা সমালোচিত হবার কারণ হয়ে ওঠে। কামদুনি এখন খুব করে কাঁদুক, কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যু শোক ভোলার চেষ্টা করুক। এখন কোর্ট থেকে সুবিচার মিলবে এমন আশা খুব ক্ষীণ বলে মনে হয়। ঈশ্বরের চরম অভিশাপ নেমে আসুক ওই ধর্ষণকারী, খুনিদের উপর এই প্রার্থণা করি।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

খানাকুলে বোমাবাজির ঘটনায় গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বোমাবাজির ঘটনায় বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার। ধৃত বিজেপি নেতার নাম রাজা মান্না। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের সাবলসিংহপুর পঞ্চায়েতের হরিশচক এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজেপি নেতা রাজা মান্নার নেতৃত্বে হরিশচকের গঙ্গাতলা এলাকায়। এরপর খানাকুল থানায় একটা অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রাজা মান্নাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন আরামবাগ কোর্টে তোলা হলে সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন আদালত। জানা গেছে, খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের খানাকুলের সাবলসিংহপুর

পঞ্চায়েতটি তৃণমূলের দখলে। অভিযোগ বিজেপি তাই ইচ্ছে করে ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়াতে বোমাবাজি করছে। এই ধরনের ঘটনা নাকি প্রায় হয়। আতঙ্কে থাকে এলাকার মানুষ। মঙ্গলবার রাতেও একইভাবে বোমাবাজি হয়। স্থানীয় মানুষের দাবি, শুভেন্দু অধিকারী খানাকুলে আসার পর থেকেই অশান্তি করছে বিজেপি। এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা শ্যামল কোটাল বলেন, শুভেন্দু বাবু খানাকুলে বিজেপি কর্মীদের ত্রাণ তুলে দেন। সাধারণ মানুষকে তিনি কোনও ত্রাণ দেননি। আমার মনে হয় উনি ত্রাণের বদলে খানাকুলে বোম দিয়ে গেছেন। তাই হরিশচক এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। ঝুমা দোলই নামে এক মহিলা বলেন, রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ বোমাবাজি চলে। বাড়িতে মায়ের শরীর খারাপ। এমনতেই ভয়ে ছিলাম। হঠাৎ বোমার শব্দে আতঙ্ক বাড়ে। রাজা মান্না নামে একজন বিজেপি নেতা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে। অপরদিকে, খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ঘটনার কথা শুনেছি। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের পায়ের তলার মাটি চলে গেছে। তাই উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই বোমা ফাটিয়ে বিজেপির বদনাম করার চেষ্টা করছে। তৃণমূল নেতারা দিনে রাতে বোম দেখে। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ওই এলাকায়।

পুলিশের তৎপরতায় গুলি ভর্তি বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ৫ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতির ছক বানচাল, গ্রেপ্তার ৫ সশস্ত্র দুষ্কৃতী। বুধবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর থানার তরুণীপুর শ্মশান ঘাট এলাকায়। ওই এলাকা থেকে পাঁচ সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল স্বরূপনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পায়, স্বরূপনগর থানার পুলিশ আধিকারিক প্রতাপ মোদক। তার নেতৃত্বে একদল পুলিশ গিয়ে হাতেনাতে সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছে উদ্ধার হয়েছে গুলিভর্তি বন্দুক, ভোজালি, লোয়ার রড, রামদ ডাকাতি করার একাধিক সরঞ্জাম। অভিযুক্ত প্রদীপ দাস ও বিজয় দাস এদের বাড়ি মাটিয়া থানার খোলাপোতা এলাকায়। বাকি তিনজন আশিকুল গাজী, আলি ইমরান, মকবুল গাজী। ৫ দুষ্কৃতীকে বসিরহাট মহাকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল, ৪২সি, জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

কেস নং: আরসি/৩৪/২০২১
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী সঞ্জীব সিং এবং অন্যান্য
সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট ই-নিলামের অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ ০৬.১০.২০২৩ বাতিল করে **৩১.১০.২০২৩ তারিখ বেলা ১টা থেকে বেলা ২ টা** নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে ডাকদাতাদের নথিভুক্তির শেষ তারিখ **২৭.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত** নির্ধারিত হয়েছে। বিক্রয় ঘোষণা **১৪.০৮.২০২৩** মতে নিলামের অন্যান্য শর্তাদি ও নিয়ম একই থাকছে।

স্বা/-
(এস বিশ্বাস)
রিকভারি অফিসার

বন্ধুর সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুনের অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তার ২

১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ইসলামপুর শহরের নেতাজিপল্লি এলাকায় নিজের বাড়িতেই যুবক খুনের ঘটনায় মৃত যুবকের স্ত্রী দীপ্তি তরফদার ও জাভেদ আখতার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন পুলিশ ইসলামপুর আদালতে পেশ করা হলে তাদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কিভাবে এই খুন করা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত রয়েছে, এই ব্যাপারে এখনও তদন্ত অন্ধকারে পুলিশ।

মঙ্গলবার ভোর রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী ইসলামপুর শহরের নেতাজিপল্লি এলাকায় একটি বাড়িতে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে অভিজিৎ তরফদার নামে এক যুবককে গলার নলি কেটে খুন করে চম্পট দেয়। সে সময় দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর আহত হন মৃত অভিজিৎবাবুর মা প্রতিভা তরফদারও।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে জানতে পারে ঘটনার পর মৃত যুবকের স্ত্রী আশপাশের লোকজন ডেকে বাড়িতে চুরি হয়েছে বলে জানায়। খুনের ঘটনা সেই সময় লুকানোর চেষ্টা করে। এই তথ্য পুলিশের হাতে আসার পরেই তাদের সন্দেহ বাড়ে। তল্লাশি করে দেখা যায় বাড়ির পাশেই বাড়ির কিছু গয়না ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। ওই মহিলার দুটি মোবাইল ফোন দুষ্কৃতীরা নিয়ে গিয়েছে বলে সে পুলিশকে জানায়।

তদন্তকারী পুলিশের বক্তব্য, দরজা বা তালা ভাঙার কোনো চিহ্ন নেই, চাবি যথাস্থানে রাখা সত্ত্বেও দুষ্কৃতীরা বাড়িতে বিনা বাধায় ঢোকে কি করে? এতেই আমাদের প্রথম সন্দেহ হয়। এরপর দেখা যায়, বাড়ির কিছু গয়না বাড়ির বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। চুরি করতে এসে চোরেরা গয়না ফেলে কেন চলে যাবে। ধৃত ওই মহিলার মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে জানার পর আমরা নিশ্চিত হই এই ঘটনার সঙ্গে মৃতের স্ত্রীর সম্পর্ক আছে। প্রমাণ লোপাট করতেই ওই মোবাইল ফোন দুটি বাড়ি থেকে চালান করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার এক বন্ধুর কথা জানা যায়। চোপড়া ব্লকের লালবাজার এলাকার বাসিন্দা জাভেদ আখতার নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘ জেরা করে পুলিশ সে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণেই এই খুন। তবে এই ঘটনায় আরও কয়েকজন যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ইসলামপুর থানা থেকে আদালতে যাবার পথে ধৃত জাভেদ আখতার অবশ্য জানিয়েছে, ওই মহিলা তার দীর্ঘদিনের বান্ধবী। এই সূত্র ধরেই পুলিশ শুধুমাত্র সন্দেহের বশে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৭, ৪৪৮, ৩২৬ ও ১২০ ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

আত্মহননের চেষ্টা বিডিও অফিসের কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পোলবা: নিজের পেটে নিজেই ছুরি মেরে হুগলির পোলবায় আত্মহত্যার চেষ্টা বিডিও অফিসের কর্মীর। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই আসছিলেন না অফিসে। প্রায় তিনদিন পর মঙ্গলবার আসেন অফিসে। পোলবা বিডিও অফিসে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন শঙ্কর রুইদাস (৫৫)। মূলত, ঢ্যাড়া পেটানোর কাজ করতেন। বেশ কয়েকজন সহকর্মীর দাবি, মঙ্গলবার অফিসে আসার পর থেকে বেশ কিছুটা অন্যমনস্ক ছিলেন শঙ্করবাবু। আচমকা বেলা দুটো নাগাদ অফিসের মধ্যেই ছুরিকাঘাত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তিনি। জ্ঞান নেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। হাতের পাশে পড়ে রয়েছে একটা ফল কাটার ছুরি। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে পোলবা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় দ্রুত তাঁকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। পোলবা থানার পুলিশ সূত্রে খবর, বিডিও অফিসের ওই কর্মীর বাড়ি দাদপুর থানার তালাচিনান গ্রামে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির কারণেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। সে কারণেই আত্মহননের মতো চরম সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে এর পিছনে আরও অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ডেউচা পাঁচামি প্রস্তাবিত কয়লা খনি অঞ্চলে জমিদাতাদের হাতে চাকরির নিয়োগ পত্র তুলে দিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, বুধবার দুপুরে জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন করে আরো ১৩ জন জমিদাতার হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

সাইকেল ও বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সাইকেল ও বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। ঘটনাটি ঘটে ২৮ অগস্ট সকাল ১০টায় বর্ধমানের তালিত এলাকায় মদনাহার পারে। মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ মল্লিক, বাড়ি বর্ধমান থানার চাণ্ডুল এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সাইকেলের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

জানা যায়, দুর্ঘটনার পর তাঁকে তড়িঘড়ি প্রথমে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নবাবহাট বেঙ্গল ফেথ হাসপাতালে পরিবারের লোক ভর্তি করে ২৮ অগস্ট। সেখানে একমাস ভর্তি থাকার পর, ফের সেখান থেকে রেফার করা হয় ৯ অক্টোবর সোমবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ৩৭২৭ -১৯৯১ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডি আর-হুগলি এবং অন্যান্য রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৭২০৪-১৯৯৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআরও- শ্রীরামপুর, উভয় সম্পর্কিত সম্পত্তির অংশ আরএস দাগ নং ৩৪৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৬০, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ২৫৬২ (পর্চা অনুযায়ী), জেএল নং ২, মৌজা- বাঁসাই, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন হারিয়ে/ স্থানান্তরিত হয়েছে আমাদের মক্কেল (শ্রী সমীর পাল) হেফাজত থেকে স্বাভাবিক কাজের সময়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি ১৮.০৩.২০২১ তারিখে কানাইপুর, বিট হাউস, উত্তরপাড়া থানায় উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ২৬৭ তারিখ ১৮.০৩.২০২১ তারিখে দাখিল করেছেন।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও তথ্য জানা থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না পরবর্তীতে।

তারিখ : ১০.১০.২০২৩
আপনার বিশ্বস্ত
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
নর্থ উইং, ৫ম তল,
৭ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : নং : ০৩৩-৪০০৭ ২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

ছাত্রকে শাসন করায় স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে বেধড়ক মারার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: ছাত্রকে শাসন করায় স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার কড়িয়া বোর্ড প্রাথমিক স্কুলে। উল্লেখ্য, ওই স্কুলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার এই স্কুলের প্রথম শ্রেণির এক ছাত্র দুষ্টুমি করায় তাকে বকাঝকা করেন ও পায়ে স্কেল দিয়ে আরও পাঁচ ছাত্রের সঙ্গে সামান্য মারেন বলে অভিযোগ। এরপর সারাদিন ওই ছাত্র স্কুল করে। বাড়ি ফিরে সে ঘটনাটি মাকে বলে। সেখান থেকে বাবা জানতে পারেন।

বুধবার দুপুরে সোনার দোকানের মালিক ছাত্রের বাবা ফিরে স্কুলে গিয়ে লাঠি দিয়ে ওই শিক্ষককে বেধড়ক মারেন বলে অভিযোগ। চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলে দাবি। এই ঘটনায় শিক্ষকদের মধ্যে ফের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ওই শিক্ষকের দাবি, 'এটা ভাবতেও পারি না। স্কুলে আসতেও ভয় পাচ্ছি।' অন্যদিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শুভ্রা সাউ দাবি করেন,'ছাত্ররা আমাদের সন্তান। তাদের দুষ্টুমিতে একটু আধটু শাসন করতেই হয়। তাই বলে এই ঘটনা ভাবা যায় না।' এদিকে এই ঘটনার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ছোড়দা হাইস্কুলে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

বুধবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের খুদমরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোড়দা হাইস্কুলে আয়োজন করা হল আলোচনা সভা, বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন ধমসা মাদলের তালে তালে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিধায়ককে স্বাগত জানান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত, জেলা পরিষদের দলনেতা কমলকান্ত রাউৎ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ কল্পনা দে, পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ জহরলাল নায়েক, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুপ মাহাত সহ স্কুলের

শিক্ষক, শিক্ষিকারা। ওই অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত বলেন, সকলে যদি নিজেদের ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব পালন করি তাহলে জঙ্গল মহলকে আমরা আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারব। সেই সঙ্গে তিনি ওই বিদ্যালয়ের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (১৪৫১৭)
এসবিআই সি.এন. রায় রোড শাখা, ১সি/২, চৌবাঘা রোড, পোঃ-তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯
ই-মেল: sbi.14517@sbi.co.in ফোন নং ০৩৩২৩৪৫২৭৬৬
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই সি. এন. রায় রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : জাভেদ ইকবাল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৬.১০.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ কে	মোট ওজন ২৪.০০০ গ্রাম নিট ওজন ২৩.০০০ গ্রাম	২টি মিনা সহ চুড়ি
২.	২৬.১০.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ কে	মোট ওজন ৯.৮০০ গ্রাম নিট ওজন ৮.৫০০ গ্রাম	২টি ঝুমকা

তারিখ: ১২/১০/২০২৩
স্থান: চৌবাঘা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	ওম প্রকাশ যোশী	০০০৮৯১৯	১৭৮৬	৩৩১৪০০১-৩৩১৫৭৫০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১১ অক্টোবর, ২০২৩

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank / ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ (পরিশিষ্ট ৩)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রানাঘাট ব্রাঞ্চ
২০, সুভাষ এভিনিউ, রানাঘাট, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৪.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স ধনলক্ষ্মী ট্রেডার্স, স্বত্বা. শ্রীমতি সুস্মিতা সরকার (তলাপাত্র) ২০, পি. সি. স্ট্রিট (বাই লেন), বোসপাড়া, রানাঘাট, নদিয়া, পিন - ৭৪১২০১, **স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা : শ্রীমতি সুস্মিতা সরকার (তলাপাত্র),** স্বামী সঞ্জয় সরকার, ৩০, পাল চৌধুরী স্ট্রিট, পো. এবং থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১২০১, **বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী সুভাষ চন্দ্র সরকার,** পিতা মণীন্দ্রনাথ সরকার, ৩০, পাল চৌধুরী স্ট্রিট, পো. এবং থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১ এবং **২. শ্রীমতি মুক্তি সরকার,** স্বামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র সরকার, ৩০, পাল চৌধুরী স্ট্রিট, পো. এবং থানা - রানাঘাট, ক্যাশ ক্রেডিট - ৫০৩৯৯৩৭১৭০৬, জিইসিএলএস (টিএল) - ৫৮০০০২২১৫০৯ এবং এফআইটিএল এসি-৭০২৩৪০২৭৯৪ আমাদের রানাঘাট শাখা, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,৭৯,০১০.০০ টাকা** (দশ লাখ উনআশি হাজার দশ টাকা) টাকা ২৫.০৭.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ চার্জ, ব্যয় নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে**।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১০,৭৯,০১০.০০ টাকা** (দশ লাখ উনআশি হাজার দশ টাকা) টাকা ২৫.০৭.২০২৩ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।

"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ পরিমাণ ২.৭৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত ক) মৌজা- রাণাঘাট, প্লট নং আরএস ১৪৪৩, এলআর ৪৭৮৮, খতিয়ান নং আরএস ৫২৬৯, খ) মৌজা-রাণাঘাট প্লট নং আরএস ১৪৪৪,এলআর ৪৭৯০,খতিয়ান ৫১১৪, উল্লেখ্য দলিল নং ১২১৫৪ এবং ২৭১৯। **সম্পত্তি শ্রী সুভাষ চন্দ্র সরকার,** পিতা মনীন্দ্রনাথ সরকার এবং **শ্রীমতি মুক্তি সরকার,** স্বামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র সরকার এর নামে। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে : পাঁচিল এবং পরবর্তীতে নিত্যানন্দ ধর এর ভবন, দক্ষিণে: সড়ক, পূর্বে : কৃষ্ণ ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : কমল চক্রবর্তীর ভবন সমন্বিত।

তারিখ : ১১.১০.২০২৩
স্থান : রানাঘাট
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ (০০১৯৯)
পোস্ট - উলুবেড়িয়া, থানা - উলুবেড়িয়া, জেলা - হাওড়া-৭১১৩১৫
ফোন নং : (০৩৩) ২৬৬১০৩৩৯/১৮১৮ ইমেল : sbi.00199@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. 31684977758 (HBL), A/c No. 35939219303 (TL-TOP-UP)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ, হাওড়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ - ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৫.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সদানন্দ গুছাইত,** পিতা প্রয়াত নিবারণ চন্দ্র গুছাইত গ্রাম এবং পোস্ট বাগানদা, থানা শ্যামপুর, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৫, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৫২,২১৩.০০ টাকা (এইচবিএল) এবং ৪,৭৭,৩৩১.০০ টাকা (টিএল) মোট বকেয়া ৬,৩০,৫৪৪.০০ টাকা (ছয় লাখ তিরিশ হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা ০৫.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা উল্লিখিত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, উলুবেড়িয়া ব্রাঞ্চ, হাওড়া** নিকট বকেয়া **৬,৩০,৫৪৪.০০ টাকা (ছয় লাখ তিরিশ হাজার পাঁচশো চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা ০৫.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** পুঞ্জীভূত সুদ এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ এরিয়া ৮ শতক অবস্থিত মৌজা- বাগান্দা, জেএল নং ১২৮, দাগ নং ৩০২, খতিয়ান নং ৯০ এবং ৩০৪ (পুরানো), হাল খতিয়ান নং ৮৬৬, অবস্থিত গ্রাম এবং পো- বাগান্দা, থানা-শ্যামপুর, জেলা -হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৫, দলিল নং ১-২৮৮৭-১৯৮০ সালের।
সম্পত্তি শ্রী সদানন্দ গুছাইত পিতা প্রয়াত নিবারণ চন্দ্র গুছাইত **এর নামে**।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** সাধারণ সম্পত্তি, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৯.১০.২০২৩, স্থান - উলুবেড়িয়া, হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই আরএসিপিসি কল্যাণী ব্রাঞ্চ (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া, ৭৪১২৩৫, ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in মোবাইল নং - +৯১৮০০৩৫৯৩৭১০
পরিশিষ্ট ৪ (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No. 37779707930 (HBL), A/c No. 37779907065 (SURAKSHA)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কল্যাণী আরএসিপিসি ব্রাঞ্চ, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অমর কান্তি মজুমদার, পিতা সত্যহরি মজুমদার এবং শ্রীমতি অঞ্জনা মজুমদার, স্বামী শ্রী অমর কান্তি মজুমদার** উভয়ের ঠিকানা ১২৮বি মসজিদ বাটি রোড বিনোদ নগর, কাঁচড়াপাড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৪৫ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,৯০,১১৪.১৩ টাকা (উনিশ লাখ নব্বই হাজার একশো চোদ্দ টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা ২৬.০৭.২০২৩** অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা উল্লিখিত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শিবরামপুর ব্রাঞ্চ** নিকট বকেয়া **১৯,৯০,১১৪.১৩ টাকা (উনিশ লাখ নব্বই হাজার একশো চোদ্দ টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা ২৬.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** পুঞ্জীভূত সুদ এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক : শ্রী অমর কান্তি মজুমদার, এবং শ্রীমতি অঞ্জনা মজুমদার
দলিল নং : ১-৫৮৮৫-২০১৮ সালের
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট উল্লেখ্য নং ২এ, তৃতীয় তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 'অঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট' ভবনে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮১১ বর্গফুট হোল্ডিং নং ৭২৪/১, মসজিদ বাটী রোড, মৌজা-মল্লিকের বাগ, জেএল নং ১, আরএস নং ৩৪ এর অংশ, তৌজি নং ২৪৬২/২৪৬৩, এলআর ১- দাগ নং আরএস -৪৭৪ এবং ৪৭৬, এলআর ১৪৯৫/১৪৯১, খতিয়ান নং সিএস ৩৩, আরএস ৩৭, এলআর ১৫২৪, চালু এলআর ৪৩৮৯, ৪৩৯০, ৪৩৯১, থানা - বীজপুর, কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন, এডিএসআরও -নৈহাটি,জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩১৪৫।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রদ্যুৎ কুমার পালের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ৩ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, **পূর্বে :** কানাই লাল দে-এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** মসজিদ বাটী রোড সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.১০.২০২৩
স্থান - কল্যাণী, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২
সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	মনোজ কুমার	০০০৮৯১৮	১৭৮৫	৩৩১২২৫১-৩৩১৪০০০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১১ অক্টোবর, ২০২৩

ফর্ম জি
ড্রিমভ্যালি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
তালিকাভুক্ত মজুত বিনিয়োগ এবং পরিচালন, শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, রুম নং ৮০৩বি, কেবিন নং এজে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	ড্রিমভ্যালি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U45208WB2009PTC133164
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, রুম নং ৮০৩বি, কেবিন নং এ. জে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - V, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : dreamvalley.cirp@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : dreamvalley.cirp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৭ অক্টোবর ২০২৩
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১ নভেম্বর ২০২৩
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৬ নভেম্বর ২০২৩
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১১ নভেম্বর ২০২৩
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৬ নভেম্বর ২০২৩
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	dreamvalley.cirp@gmail.com

নীরজ কেজরিওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710
এএফএ বৈধ ২৫.০৯.২০২৪ পর্যন্ত
রেজিস্টার্ড ঠিকানা : পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম ৬ এম, ফুলবাগান, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৫৪
তারিখ : ১২.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
ড্রিমভ্যালি প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.০৮.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ মডার্ণ রাইস মিল প্রা. লি. - শ্রী মনোজ কুমার নন্দী (ডিরেক্টর), শ্রী পঙ্কজ কুমার নন্দী (ডিরেক্টর),** উভয়ের পিতা প্রয়াত দুলাল চরণ নন্দী কামারপাড়া (কালবাজার), জি.টি. রোড, গ্রাম - বেনেপাড়া, পো. এবং থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১৪৯, **জামিনদাতাগণ - শ্রী মনোজ কুমার নন্দী, শ্রী পঙ্কজ কুমার নন্দী, শ্রী প্রভাত কুমার নন্দী (প্রয়াত মায়া রানী নন্দীর পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী)** কামারপাড়া (কালবাজার), জি.টি. রোড, গ্রাম - বেনেপাড়া, পো. এবং থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১৪৯ এবং **শ্রীমতি সুজাতা রানী পাল** স্বামী শ্রী পার্থ সারথি পাল **(প্রয়াত মায়া রানী নন্দীর কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী)** গ্রাম - মুকুটপুর, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১৪৯ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৬৮,৮৮,৬৫৬.৬৫ টাকা (দুই কোটি আটষট্টি লাখ অষ্টআশি হাজার ছশো ছাপান্ন টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) টাকা** ০১.০৮.২০২৩ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **২,৬৮,৮৮,৬৫৬.৬৫ টাকা (দুই কোটি আটষট্টি লাখ অষ্টআশি হাজার ছশো ছাপান্ন টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) টাকা** ০১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া ০.৩৬ একর কমবেশি এবং সকল নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- পান্ডুয়া, জেএল নং ১০৮, থানা-পান্ডুয়া কামারপাড়া(কালবাজার), জিটি রোড, গ্রাম-বেনেপাড়া, পো এবং থানা পান্ডুয়া, জেলা-হুগলি-৭১২১৪৯,পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, আরএস দাগ নং ৬৯৩, ৭০৭, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, এলআর দাগ নং ৪৫৫, ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১,দলিল নং ১-১১০৯-১৯৯২ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা নং ৩৪৫ থেকে ৩৬২, অনুযায়ী শ্রীমনোজ কুমার নন্দী, শ্রী প্রভাত কুমার নন্দী, শ্রী উত্তম কুমার নন্দী ওরফে পঙ্কজ নন্দী, শ্রীমতি মায়া রানি নন্দী এবং শ্রীমতি সুজাতা রানি পালের নামে সমুদয় সম্পত্তি।
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া ১.২৪ একর কমবেশি এবং সমুদয় নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- পান্ডুয়া, জেএল নং ১০৮, থানা-পান্ডুয়া, কামারপাড়া (কালবাজার), জি টি রোড, গ্রাম-বেনেপাড়া, পো এবং থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলি-৭১২১৪৯, পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, আরএস দাগ নং ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৯, ৩৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৭০৫, এলআর দাগ নং ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৪৭, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৬৯, দলিল নং ১-২৯৩৫-২০১০ সালের বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ২৮৯১ থেকে ২৮৯৯, অনুযায়ী শ্রী মনোজ কুমার নন্দী এবং পঙ্কজ কুমার নন্দী ওরফে উত্তম কুমার নন্দীর নামে দলিল নং ১-৩১২৪-২০১০ সালের বুক নং ১, ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা ২৩০৪ থেকে ২৩১২ অনুযায়ী শ্রীমনোজ কুমার নন্দী এবং পঙ্কজ কুমার নন্দী ওরফে উত্তম কুমার নন্দী এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে: অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : মায়া রানি নন্দীর সম্পত্তি, পূর্বে : মায়া রানি মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : পঞ্চায়েত রোড সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১০.১০.২০২৩
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

প্রথমবার আসানসোলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দুর্গাপুজো কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: এই প্রথম দুর্গাপুজো কার্নিভালের আয়োজন করা হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সদর শহর আসানসোলে। এই কার্নিভাল নিয়ে আলোচনা করে একটা রূপরেখা তৈরি করতে বুধবার রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সভাপতিত্বে আসানসোলের জিটি রোডের সংলগ্ন সার্কিট হাউসে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট স্তরে একটি বৈঠক হয়।

এই বৈঠকের পর মন্ত্রী মলয় ঘটক জানান, আসানসোলের মানুষের জন্য গর্বের বিষয় যে কলকাতার পর প্রথমবার আসানসোলে দুর্গাপূজা কার্নিভালের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ২৬ অক্টোবর দ্বাদশীর দিন আসানসোলে দুর্গাপুজো কার্নিভালের আয়োজন করা হবে। এদিনের বৈঠকে সেই কার্নিভাল কী ভাবে সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ বছর কার্নিভালের আয়োজন করা হচ্ছে আসানসোলে ও ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরে।

আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি মেয়র জানান, ২৬ অক্টোবর বিকেল তিনটের সময় রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে এই কার্নিভাল শুরু হবে। জিটি রোডের কফি হাউসের সামনে দিয়ে প্রতিমার শোভাযাত্রা ভগৎ সিং মোড় হয়ে বার্নপুর রোডে যাবে। আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে চেয়ারম্যান ও পুর চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটককে কো-কনভেনার করে একটি কার্নিভাল কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

এই বৈঠকে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমানের জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, জেলা পরিষদের সভাপতি বিশ্বনাথ বাউরি, আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম, আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ ও ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন।

পুজোর মুখে প্রকাশ্যে শুটআউটে চাঞ্চল্য, শুরু রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার সাত সকালে পুজোর মুখেই শুটআউটের ঘটনা ঘটল কুলটিতে। এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম শম্ভুনাথ মিশ্র ওরফে শম্ভুনাথ পণ্ডিত (৫৫)। তিনি ইসিএলের কোলিয়ারি এলাকায় ঠিকাদারির কাজ করেন ও সুদ কারবারি বলে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। আসানসোলের কুলটি থানার চিনাকুড়ি ৩ নম্বর মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কুলটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ চিনাকুড়ি ৩ নম্বর এলাকায় একটি চায়ের দোকানে চা পান করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন শম্ভুনাথ মিশ্র। সেই সময় মোটর বাইকে তিনজন দুষ্কৃতী এসে শম্ভুনাথকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ওই ব্যবসায়ীর মাথায়, পিঠে ও হাতে গুলি লাগে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ৬ রাউন্ড গুলি চলেছে। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু গুলির খোল উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছয়। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পশ্চিম অভিষেক মোদিও ঘটনাস্থলে যান। তিনিও তদন্তে নামেন। যে চায়ের দোকানের সামনে ঘটনা ঘটেছে, সেই চা বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই আসানসোলের ভগৎ সিং মোড়ে অরবিন্দ ভগত নামে এক হোটেল ব্যবসায়ী খুন হন। সেই খুনের ঘটনার এখনও কিনারা হয়নি বলে অভিযোগ। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি। কুলটির বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার ঘটনাস্থলে যান। তিনি অভিযোগ করেন, পুজোর মুখে প্রকাশ্যে এভাবে গুলি চালানোর ঘটনায় স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। কারণ অতীতে এরকম ধরনের ঘটনার পুলিশ কিনারা করতে পারেনি। বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হয় ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খুনের তদন্তের কিনারা না হলে পুজোর মুখেই তারা কুলটিতে আন্দোলনে নামবে।

অন্যদিকে কুলটি প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় পালটা দাবি করেছেন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে বিজেপির জন্য। সারা রাজ্যজুড়েই বিজেপি দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দিচ্ছে। রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করছে। তিনিও দ্রুত তদন্ত করে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন।

কংসাবতীর ভাঙনে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম: নদী ভাঙনে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় ঘুম উড়েছে কংসাবতী নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের। নদী ভাঙনের ফলে বিনপুর ১ নম্বর ব্লকের গুয়াবাগান, আমকলা, কানাইপাল, বৈতা, নামো বৈতা, কুমোরপুর এবং মেদিনীপুর সদর ব্লকের ধেড়ুয়া সহ কয়েকটি গ্রামের ভাঙনের গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আতঙ্কের মধ্যে দিন গুনছেন ওইসব গ্রামের বাসিন্দারা। কংসাবতী নদীর ভাঙন ক্রমশ গ্রাস করছে গ্রামগুলিকে। যে কোনও সময় ঘর বাড়ি নদী গর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। প্রতিবছর ভিটেমাটি ও চাষের জমি একটু একটু করে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনকে বারবার জানানো সত্ত্বেও নদী ভাঙন রোধে কোনো উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ একাকার বাসিন্দাদের। বর্ষায় ভরা নদী পাড় ভাঙতে শুরু করলেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ আন্দোলনও করেছেন। মেলেছে শুধু আশ্বাস। আমকলা কানাইপাল গুয়াবাগান কুমোরপুর, বৈতা, ধেড়ুয়া গ্রামগুলি কংসাবতী নদীর মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে অবস্থান করছে। তাই নদী সংলগ্ন ওই গ্রামগুলির বাসিন্দারা যে কোনো সময় ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কা

করছেন। নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক নেতারা ওই এলাকায় যান, নদী ভাঙন রোধে উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তাই ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন কুমোরপুর গ্রামের বাসিন্দারা। প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবেন বলে গ্রামবাসীরা জানান। নদী পাড় বাঁধানো নিয়ে শাসক দলকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো। বিনপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরিতোষ মণ্ডলের আশ্বাস নদী পাড় বাঁধানোর প্রক্রিয়া অনেকটা এগিয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে।

ইজরায়েলে নিরাপদে, ভিডিয়ো বার্তা উত্তরপাড়ার গবেষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ইজরায়েলে নিরাপদেই আছেন হুগলির বাঙালি গবেষক দীপন চৌধুরী। ভিডিয়ো বার্তায় জানালেন সে কথা।

হুগলির উত্তরপাড়ার শিবতলা স্ট্রিটের বাসিন্দা দীপনবাবু মে মাসেই ইজরায়েল গিয়েছেন। তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন নিয়ে গবেষণা করেন তিনি। গত কয়েকদিন ধরে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় রয়েছেন প্রবাসী ভারতীয়দের পরিবার। উত্তরপাড়ারই তিন গবেষক রয়েছেন তেল আভিভ ও হাইফায়। ভিডিয়ো বার্তায় দীপনবাবু জানিয়েছেন, তিনি যেখানে আছেন সেখানে প্রায় দুশো জন ভারতীয় রয়েছেন। তাঁদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে, তার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন নিজেদের মধ্যে। ভারতীয় দূতাবাসও খুব কাছে থাকায় যে কোনও আপডেট থাকলে তাঁরা জানতে পারছেন।

মিসাইল ছাড়লে সাইরেন বাজছে। সেই সাইরেন শুনে আয়রন ডোমে শেল্টার নিতে হচ্ছে তাঁদের। তবে জল খাবার বা প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নেই। তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইজরায়েলের নাগরিক যাঁরা, তাঁদের সেনার কাজে চলে যেতে হয়েছে। তবে তাঁরা এখনও নিরাপদেই আছেন। গবেষণারও কাজ চলছে। উত্তরপাড়ায় রয়েছেন দীপনবাবু মা তন্দ্রা চৌধুরী। ছেলের

সঙ্গে কথা হচ্ছে রোজই। ছেলে নিরাপদে আছে জেনে নিশ্চিত তিনি।

ইজরায়েলে যাওয়ার আগে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, তারপর চেন্নাইয়ে পিএইচডি করেছেন তিনি। সুইজারল্যান্ডেও গিয়েছিলেন। বাইরে বাইরে অনেকটা সময় কেটেছে তাঁর। আর ইজরায়েল যাওয়ার আগে বলেছিল ওখানে মাঝেমধ্যে যুদ্ধ হয়। পরিস্থিতি সামলে নেবেন।

৬০০ বছর ধরে ছাতনা রাজবাড়ির বিসর্জনে অনুপস্থিত পরিবারের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার জেলার এই রাজবাড়ির দুর্গা পূজার ইতিহাস জানলে অবাক লাগবে। বাঁকুড়ার ছাতনা রাজবাড়ির দুর্গাপূজা একদম নিখুঁত ভাবে প্রথা মেনে করা হলেও, রাজ পরিবারের সদস্যরা পুজোর পর আর মায়ের মুখ দেখেন না, মন্দিরে যান না,সন্ধে নামতেই চুপি চুপি হয়ে যায় বিসর্জন। কারণগুলি জানা গেল ছাতনা রাজবাড়ির বর্তমান রাজা প্রদীপ সিংহ দেওর কাছে।

রাজ্যপাট না থাকলেও, এদিন তিনিই সুন্দর করে বলে দিলেন সমস্ত ইতিহাস। বলে দিলেন সামন্তভূম ছাতনার সঙ্গে কুলদেবী মা বাসুলির গভীর সম্পর্ক। বর্তমান রাজার মুখেই জানা গেল, ঠিক কীভাবে সামন্তভূম ছাতনা এবং মল্লভূম বিষ্ণুপুরের মধ্যে এক বিবাদের জেরে শুরু হয়েছিল ৬০০ বছরের প্রাচীন ছাতনা রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। প্রদীপ সিংহ দেও জানান, ছাতনার ভূমিপুত্র চারণকবি বড়ু চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করে চরম বিবাদ সৃষ্টি হয় বিষ্ণুপুর এবং সামন্তভূম ছাতনার মধ্যে। তারপর এই দৈব বিবাদ মেটাতে সন্ধি হয়। কথিত আছে, সন্ধিতে উল্লেখ করা ছিল সামন্তভূমের কুলদেবী মা বাসুলি পুজিত হবেন বিষ্ণুপুরে এবং মল্লভূমের মা মৃন্ময়ীর আরাধনা হবে ছাতনায়। তখন থেকেই শুরু ছাতনা রাজবাড়ির বিষ্ণুপুরী আদলে দুর্গোৎসব।

নিষ্ঠা ভরে পূজিত হন মা মৃন্ময়ী। নিজের হাতে পুজো করেন বর্তমান রাজা প্রদীপ সিংহ দেও। পূজার পর পুনরায় বাসুলি মন্দিরে গিয়ে পূজা সেরে নেন মানসিক শান্তির জন্য। নির্ঘণ্ট অনুযায়ী, ছাতনার রাজবাড়িতে দুর্গোৎসব শেষ হলে মন্দিরে এসে মায়ের মুখ দেখেন না রাজ পরিবারের সদস্যরা। বিসর্জনের দিন সময় হলে সূর্যাস্তের পর ছাতনার এক বিশেষ পাড়া থেকে জমা হন একাধিক মানুষ। বংশ পরম্পরা অনুযায়ী, বিগত ৬০০ বছর ধরে এনারাই করে আসছেন বিসর্জনের কাজ। বিসর্জনের সময় ঘরের ভেতরে থাকেন রাজ পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অজান্তেই হয়ে যায় মায়ের বিসর্জন।

ছাতনা রাজবাড়ি, কুলদেবী মা বাসুলি এবং রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস বিরাট। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একাধিক কিংবদন্তি। প্রতিবছর ছাতনা রাজবাড়িতে আগ্রহীরা জমা হন দূর দূরান্ত থেকে। জেনে নেন রাজবাড়ির ইতিহাস এবং দুর্গাপুজোর কিংবদন্তিগুলি।

যূনিয়ন বैंক ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra | কার্পোরেশন Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬,
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী ২৭.১০.২০২৩ তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com এবং www.unionbankofindia.co.in - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৭.১০.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৬.১০.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৭.১০.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৬.১০.২০২৩	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** "কমলা ভিলা" নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা - নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন** । **যোগাযোগের ব্যক্তি- খুসবু আগরওয়াল - মোঃ- ৯৭৩৯৫ ১৭১০৪**	১. ২২,১৪,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,৪০০.০০ টাকা	১৭,১৫,৫৪৫.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া ইএবি** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫. চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ঠধ্বঋধমভমমফ**	১. ৬,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ৬৯,৩০০.০০ টাকা	১৪,৩৬,১৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে,** জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১৪,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪০,৪০০.০০ টাকা	১৩,৮৪,৩৬৬.০০ টাকা (তেরো লাখ চুরাশি হাজার তিনশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা-ইলিয়াস সেখ** **শাখা- কালীচর** **সম্পত্তি** - জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং একতলা ভবন, যা থাঙ্গাপাড়া মৌজায় অবস্থিত জেএল নং- ৭০, এল.আর. প্লট নং-১৪৯৭, এলআর খ নং-১০২০/১, ঝিলু-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা মঙ্গলকোট। **জনাব ইলিয়াস সেখের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- শ্রী মাজাল সেখ এর থ্যাচ শেড, দক্ষিণ- মালিকের খোলা জমি, পূর্ব- মালিকের খোলা জমি, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিক্রান্ত কুমার- ৮০৯৭৯৪৪৯০৯**	১. ৫,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ৫৬,৩০০.০০ টাকা	৮,৮৭,৬৪৪.০০ টাকা (আট লাখ সাতাশি হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা- সাহেব আলি** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - প্রায় ৪.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ১১৪৩ বর্গফুট বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-৬৬/২০১২ তারিখ- ০৩/০১/২০১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৪৫, এল আর প্লট নং ৭৩৩, রামপুরহাট, মৌজা - বগতুই পূর্ব, কবরস্থান -এর কাছে, জেএল নং ১০৯, রামপুরহাট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- নূর আলমের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি : কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৫,৬৭,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৬,৭০০.০০ টাকা	১৬,৩২,৭৫১.০০ টাকা (যোলো লক্ষ বত্রি হাজার সাতশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতা - মেসার্স ওম হ্যাচারি,** **শাখা- মোহনপুর** সম্পত্তি- জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৩.৫৮৩ কাঠা বা ২৫৮০ বর্গফুট এবং হোল্ডিং নং ৯৯/১৯, আরএস দাগ নং ১৭২১, এলআর দাগ নং ১৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৮১, টি.সি.আই.রোড, বড় শ্রীরামপুর, বড় শ্রীরামপুর কৃষ্ণ চন্দ্র ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, ওয়ার্ড নং ৩৫, ভাটপাড়া পৌরসভা, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) পোস্ট - নারায়ণপুর, থানা- জগদ্দল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩১২৬ এ অবস্থিত। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রিতেশ দাস- ৮২৫০৭৩০০০৭**	১. ১৪,৪০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৪,০০০.০০ টাকা	১২,৭৮,২৯৭.০০ টাকা (বারো লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত সাতানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বসু** **শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** কাঁকসা ৩ নং কলোনি, কাঁকসা, এলআর- প্লট নং ১৩৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৮, জেএল নং ৮৬, মৌজা - কাঁকসা, পোস্ট. - পানাগড় বাজার, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬.৪১ ডেসিমেল মাপের একটি একতলা ভবন সহ জমি। রামকৃষ্ণ বসুর নামে আছে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- নন্দ কিশোর - ৭৯০৯০২৭৫৬০**	১. ৩৯,২১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৯২,১০০.০০ টাকা	৯,৭৪,২১৭.০০ টাকা (নয় লাখ চুয়াত্তর হাজার দুইশত সতেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী সাধনা দাস** **শাখা: পুলিশ লাইন** **সম্পত্তি :** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং, রাজগঞ্জ, পরিমাপ- ১৬৪০ বর্গফুট , অবস্থান- মালিরবাগান, রাজগঞ্জ কালীতলার কাছে, মৌজা- বর্ধমানে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৪৬৪, জেএলনং ৩০, আরএস প্লট নং ৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১২২২৩, এল.আর. দাগ নং ২৬৯৮, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, পোস্ট- রাজবাটি, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান পূর্ব, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০২। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৩৪,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৪৭,৩০০.০০ টাকা	১৭,৯৪,১১১.০০ টাকা (সতেরো লাখ চুরানব্বই হাজার একশত এগারো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস** **শাখা-সাগরদিঘী** **সম্পত্তি-** ১. মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি ২. মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট- বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬ **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার: ৮২৯২৬৬২২৬১**	১. ১১,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৫০০.০০ টাকা ১. ৪,২০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,২০,০০.০০ টাকা	২৬,৩৪,১৪৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত ঊনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার** **শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি** - জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন।** পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০" প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২২,১০,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,০০০.০০ টাকা	২৮,৩৬,৪৫৯.০০ টাকা (আঠাশ লাখ ছত্রিশ হাজার চারশত ঊনষাট টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১১.	**ঋণগ্রহীতা-শ্রীরাম অয়েল মিল** **শাখা- বর্ধমান প্রধান** **সম্পত্তি** - ০.০২ একর জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, বোনাপাসে অবস্থিত, প্লট নং আরএস ৫১৯৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩১৫৫, আরএস খতিয়ান নং- ২২৮, জেএল নং- ২১, মৌজা বোনাপাস, থানা- ভাতার, পোস্ট- বোনাপাস, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১২৫, শ্রী জয়দেব মিস্ত্রী পিতা- প্রয়াত কিরীটী মোহন মিস্ত্রীর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- সুভাষ দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- ডোবা, পশ্চিম- ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: মুন্না রাজা: ৯৪৩১২৮২৭৭১**	১. ৫,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫৩,৬০০.০০ টাকা	৯,৮৪,৭৪৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় হবে **২৬.১০.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য **আগ্রহী** ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।
এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ১০.১০.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮২০
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী কমলেশ দাস অধিকারী** সহ-ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি তনুশ্রী দাস অধিকারী** **খ) অ্যাকাউন্ট নাম্বার** ০২৫৯৬৭৫১০০০০৫৭৭৭, ০২৫৯৬৭৫১০০০০৫৯৮২, ০২৫৯৬৭৫১০০০০৬০৫৭, ০২৫৯৬৭৫১০০০০৬০৬৪	১. ২৮.০৭.২০২৩ ২. ০৯.১০.২০২৩ ৩. ২৮,০২,৮৫৬.৫১ টাকা (আঠাশ লাখ দুই হাজার আটশো ছাপান্ন টাকা এবং একান্ন পয়সা) টাকা ০৯.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ৫ ডেসিমেল, এলআর প্লট নং ৬৫৮, ৬৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৫৯৩, জেএল নং ৩৮, মৌজা-পারুল, থানা-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, এবং ভবন এবং নির্মাণ উক্ত জমি এবং আরামবাগ পুরসভার হোল্ডিং নং ৯২/এ, ওয়ার্ড নং ১৩, সংশ্লিষ্ট নির্মাণ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ০৯.১০.২০২৩, স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI

স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : **১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,**
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : **sbi.05171@sbi.co.in**

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : **c.s@sbi.co.in**, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.১১.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৫.১১.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৭,৪২,৭৬৪.০০ টাকা ০৩.০৩.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত,** পিতা শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কল্যাণ নগর, মজুমদার ভিলা, পো. কল্যাণ নগর, ভায়া পানশিলা, থানা - খড়দা, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১১২, কাছ থেকে সংরক্ষিত মূল্য **১৪,৯৮,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৪৯,৮০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **৩০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শপ নং ৭ এবং ৮ পরিমাণ আনুমানিক ২৪০ বর্গফুট এক তলায়, ব্লক ১, উত্তর দিকে অবস্থিত মৌজা - কেরুলিয়া হোল্ডিং নং ৮/৫১৩, ওয়ার্ড নং ১৭, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, বহুতল মজুমদার ভিলা নামে ভবনে, এডিএসআরও-বারাকপুর অধীনে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অরুণ কুমার ভাদুড়ি, দক্ষিণে : প্লট নং বি, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া নিকাশি,পশ্চিমে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড সমন্বিত। সম্পত্তি কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং : ২১১৮ তারিখ ০৮.০৩.২০০৬ রেজিস্ট্রিকৃত- এডিএসআরও, বারাকপুর, ২৪ পরগনা (উত্তর)।
সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৮২৭২৫৩১৮৯৪

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৮.১১.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | **SARB FILE NO. 18618/AN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১৩৭২৯**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ ঃ ১২.১০.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মহারাষ্ট্রের হাসপাতালে ৮ দিনে ১০৮ রোগীর মৃত্যু!

মুম্বই, ১১ অক্টোবর: সরকারি হাসপাতালে তিনদিনেই ৩৫ রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল গোটা দেশজুড়ে। এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই আবার শিরোনামে উঠে এল নান্দেদের ওই সরকারি হাসপাতাল। এবার জানা গেল, বিগত ৮ দিনে ওই হাসপাতালে আরও ১০৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টাতেই এক নবজাতক-সহ মোট ১১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলার শঙ্কর রাও চভন সরকারি হাসপাতালে গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ থেকে মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবরের মধ্যে কমপক্ষে ৩১ জন রোগীর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। পরেরদিন আরও ৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়। সেই সময় হাসপাতালের বেহাল দশা ও পর্যাপ্ত ওষুধের অভাবকেই রোগীমৃত্যুর কারণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। এবার নতুন করে আরও ১০৮ জন রোগীর মৃত্যুর খবর মিলতেই ফের প্রশ্ন করা হয় ওই সরকারি হাসপাতালের ডিন শ্যাম ওয়াকোডে-কে। তবে তাঁর মুখে পুরনো বক্তব্যই শোনা গেল। হাসপাতালের ডিন দাবি করলেন, ওষুধের কোনও অভাব নেই।

একসঙ্গে এত রোগী মৃত্যুর কারণ জানতে চাওয়া হলে হাসপাতালের ডিন বলেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায় ১১০০-রও বেশি রোগী পরীক্ষা করেছেন চিকিৎসকরা। ১৯১ জন নতুন রোগী ভর্তি করা হয়েছে। আগে হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টায় গড় মৃত্যু হার ছিল ১৩। বর্তমানে সেই মৃত্যু হার ১১-এ নেমে এসেছে। শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে অধিকাংশ শিশুই কিছু না কিছু ডিসঅর্ডার নিয়ে জন্মেছিল।'

ওষুধের জোগান নিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ওষুধ মজুত রয়েছে। হাসপাতালের কর্মীরাও সমস্ত রোগীদের যথাসাধ্য সাহায্য করছেন। ওষুধের অভাবে কোনও রোগীর মৃত্যু হয়নি। শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণেই রোগীদের মৃত্যু হয়েছে।'

মঙ্গলবারই কংগ্রেস নেতা অশোক চাভন দাবি করেন, নান্দেদ হাসপাতালের নিওন্যাটাল ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা নিকু-তে ৬০টি নবজাতককে ভর্তি করানো হয়েছে। কিন্তু তাদের দেখ ভালের জন্য মাত্র ৩ জন নার্স রয়েছে। এক একটি ওয়ার্মারে তিনটি করে শিশু রাখা হচ্ছে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু অগ্নিবীর জওয়ানের

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর: বুধবার কাশ্মীর সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক অগ্নিবীর জওয়ানের। উপত্যকার পুঞ্চ জেলার মানকোট সেক্টরে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ঠিক কীভাবে গুলিবিদ্ধ হলেন জওয়ান তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুর্ঘটনা না আত্মহত্যার ঘটনা তদন্ত করে দেখছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত অগ্নিবীরের নাম অমৃতপাল সিং। নিয়ম মতো ছয় মাসের প্রশিক্ষণের পরেই সেনায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পুঞ্চ জেলার মানকোট সেক্টরে পাক সীমান্তে নিয়োগ হয় জওয়ানের। কাশ্মীর পুলিশের বক্তব্য, নিজের বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অমৃতপালের। খতিয়ে দেখা হচ্ছে দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু, না কি আত্মহত্যা করেছেন ওই জওয়ান। প্রশ্ন উঠছে, ছয় মাসের প্রশিক্ষণের পরেই কেন পাক সীমান্তে নিয়োগ করা হল ওই জওয়ানকে। স্বল্প মেয়াদের প্রশিক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলছে ওয়াকিবহাল মহল। নিয়োগের পর এই প্রথম কোনও অগ্নিবীরের মৃত্যুর কথা জানা গেল।

লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হয়ে ইস্তফা পুদুচেরির মহিলা মন্ত্রীর

পুদুচেরি, ১১ অক্টোবর: ৪০ বছর বাদে প্রথম কোনও মহিলা হিসাবে পুদুচেরির মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু দু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাঁকে ইস্তফা দিতে হল তাঁকে। অভিযোগ, মন্ত্রিসভার অন্দরেই লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে চন্দিরা প্রিয়াঙ্গাকে। এমনকী তাঁকে জাতিবিদ্বেষেরও শিকার হয়ে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই মন্ত্রী।

প্রিয়াঙ্গা নিজে তপসিলি জাতিভুক্ত মহিলা। পুদুচেরির তপসিলি উন্নয়ন, পরিবহণ এবং শিল্প-সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। বুধবার সোশাল মিডিয়া প্লাটফর্ম এক্সে তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন, 'প্রতিনিয়ত তাঁকে জাতি এবং লিঙ্গ বৈষম্যমূলক কথাবার্তা বলা হচ্ছে। সবকিছুর একটা সীমা থাকে। সীমা পেরিয়ে গেলে সহ্য করা যায় না।' নিজের ইস্তফাপত্র মুখ্যমন্ত্রী এন আর রঙ্গস্বামীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি।

২০২১ সালে বিজেপি এবং অল ইন্ডিয়া এন আর কংগ্রেস জোট পুদুচেরিতে সরকার গঠন করে। সেসময় প্রিয়াঙ্গাকে তপসিলি উন্নয়ন, পরিবহণ এবং শিল্প-সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী করেন এন আর রঙ্গস্বামী। কিন্তু প্রিয়াঙ্গার অভিযোগ, গত দু-বছরে তাঁকে নানাভাবে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী রঙ্গস্বামী সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সাংবাদিকরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, মেজাজও হারান তিনি।

প্রশ্ন উঠছে, যে রাজ্যে খোদ মন্ত্রিসভায় মহিলা মন্ত্রীকে হেনস্তা করা হচ্ছে, সেখানে সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা কোথায়? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল করছেন, তখন তাঁর দলেরই সরকারে মহিলা মন্ত্রীর সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। যা অস্বস্তিতে ফেলছে বিজেপিকে।

ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষের আবহে আমেরিকাকে কাঠগড়ায় তুললেন পুতিন

মস্কো, ১১ অক্টোবর: প্যালেস্তিনীয়দের স্বার্থ নিয়ে ভাবিত নয় আমেরিকা। তাদের স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করছে ওয়াশিংটন। এভাবেই ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষের আবহে মার্কিন মুলুককে কাঠগড়ায় তুললেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ খুলেছে আমেরিকা। ইজরায়েলের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন। বুধবারই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রওনা দেবেন তিনি। দপ্তরের তরফে জানানো হয়, ইজরায়েলের পাশে থাকার বার্তা দিতেই সেদেশে যাবেন ব্লিঙ্কেন। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকাকে খোঁচা রাশিয়ার। পুতিনের দাবি, ওয়াশিংটন শান্তি আনতে একতরফা প্রয়াস করেছে। সেই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, প্যালেস্তিনীয়দের স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না আমেরিকা। তাদের স্বাধীনতার দাবিকেও উপেক্ষা করছে বাইডেন প্রশাসন। পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেস্কভ জানাচ্ছেন ক্রেমলিন দুই পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। সংঘর্ষ রুখতে তারা সদর্থক ভূমিকা পালন করতে চায়। কিন্তু এখনও তার উপায় খুঁজে পায়নি। পেস্কভের হুঁশিয়ারি, এখনই সতর্ক না হলে অন্যান্য অঞ্চলেও অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ইজরায়েলের এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম থেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। সেদেশের বেশ কয়েকজন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এই সংঘর্ষে। জঙ্গিদের হাতে পণবন্দিও রয়েছেন মার্কিন নাগরিকরা। এবার আমেরিকাকেই কাঠগড়ায় তুলল রাশিয়া।

পাকিস্তানের শিয়ালকোটে খুন ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি শহিদ লতিফ

ইসলামাবাদ, ১১ অক্টোবর: পাকিস্তানে শিয়ালকোট শহরে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীদের গুলিতে খুন পাঠানকোট হামলার মূলচক্রী শহিদ লতিফ। নিহত জইশ জঙ্গি ভারতের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় ছিল। কারা লতিফের উপর হামলা চালিয়েছে, সেই সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কিছু জানাতে পারেনি শিয়ালকোট পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

৪১ বছরের লতিফ ভারত বিরোধী জঙ্গি সংগঠন জইশের দীর্ঘদিনের সদস্য। ভারতীয় গোয়েন্দাদের মতে, ২০১৬ সালের ২ জানুয়ারি পাঠানকোট হামলার মূলচক্রী ছিল সে। শিয়ালকোট থেকেই হামলার ছক কষেছিল লতিফ। তাঁর নির্দেশেই চার জইশ জঙ্গিকে পাঠানকোটে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে ভারতে বেআইনি ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে ইউএপিএ ধরায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল লতিফকে। বিচারের বেশ কয়েক বছরের জেল হয় তাঁর। সাজার মেয়াদ শেষে ২০১০ সালে পাকিস্তানে ফেরে জইশ জঙ্গি।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের দাবি, ১৯৯৯ সালের ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান হাইজ্যাকের ঘটনাতেও জড়িত ছিল এই লতিফ। এনআইএ-র গোয়েন্দাদের বক্তব্য, পাকিস্তানে ফিরে নতুন করে করে জঙ্গি কার্যকলাপে জড়ায় পড়েছিল লতিফ। তবে শিয়ালকোটে কারা লতিফকে খুন করল তা এখনও ধোঁয়াশায়।

বিশ্বকাপ দেখতে ভারতে আসতে পারেন সুনাক, হতে পারে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনা

লন্ডন, ১১ অক্টোবর: ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেলা দেখতে ভারতে আসছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। সূত্রের খবর, তাঁর এই সফরে খুলতে পারে দুই দেশের মুক্ত বাণিজ্যের জট।

আগামী ২৯ অক্টোবর লখনউয়ের স্টেডিয়ামে হতে চলেছে ভারত-ইংল্যান্ড হাইভোল্টেজ ম্যাচ। সেই খেলা দেখতেই ভারতে আসার কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর। কূটনীতিকদের মতে, ক্রিকেট উৎসবের আড়ালে দুই দেশের মধ্যে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সব ঠিক থাকলে ম্যাচের আগেই ২৮ অক্টোবর এবিষয়ে সুনাকের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এর আগে গত সেপ্টেম্বরে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে দিল্লির মাটিতে পা রেখেছিলেন সুনাক। সে সময়ই বৈঠকে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে একমত হয়েছিলেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। চুক্তি স্বাক্ষরে মিলেছিল সবুজ সংকেত। এর পর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে ফের ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোদি। তবে বাণিজ্য চুক্তির জট সম্পূর্ণভাবে খুলতে কিছু সমস্যাও রয়েছে। যার অন্যতম 'ডেটা লোকালাইজেশন' সংক্রান্ত জটিলতা। কারণ ভারত চায় এদেশে বাণিজ্য করতে আসা ব্রিটিশ সংস্থাগুলো পরিষেবাজনিত তথ্য যেন নিজেদের দেশে না নিয়ে যায়। এতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও দুই দেশের মধ্যে দর কষাকষি চলছিল অ্যালকোহল ও মোটর গাড়ির উপর ভারতের আরোপিত আমদানি শুল্ক হ্রাস করা, এবং কাজের উদ্দেশ্যে ভারত থেকে ব্রিটেনাভিমুখী কর্মপ্রার্থীদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ নিয়েও। রয়েছে অভিবাসন নীতিও। কিন্তু জি-২০ আবহে শোনা গিয়েছিল এই বিষয়গুলো নিয়ে সদর্থক আলোচনা হয়েছিল মোদি ও সুনাকের মধ্যে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন এই সফরে আরও একবার উঠে আসতে পারে এই বিষয়গুলো। দুই দেশ যদি সমস্ত ক্ষেত্রে সহবস্থানে আসে তাহলে এদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বড় ঘোষণা করতে পারেন সুনাক।

এই মুহূর্তে বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ ভারত। যা নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে তুঙ্গে উন্মাদনা। এবার খেলার এই উৎসবকেই কাজে লাগাতে চাইছে দুই দেশ। ক্রিকেট কূটনীতিকে হাতিয়ার করেই সমস্ত জট কাটিয়ে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে চাইছেন সুনাক ও মোদি। এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আজ উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

দেবভূমিকে ৪২০০ কোটির উপহার দেবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে দেবভূমিকে বিশেষ উপহার দিতে চলেছে কেন্দ্র। ৪২০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করতে আজ উত্তরাখণ্ড সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রকল্প উদ্বোধনের পাশাপাশি সেখানে তিনি পার্বতী কুণ্ডে পুজো দেবেন। একইসঙ্গে ভারতীয় সেনা বাহিনী, আইটিবিপি ও বিআরও আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

জানা গিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার সকালে পিথোরাগড়ে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রথমে পার্বতী কুণ্ডে যাবেন। সেখানে তিনি পুজো দেবেন। আদি কৈলাশেরও আশীর্বাদ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর পিথোরাগড়ে ৪২০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

ওই অনুষ্ঠানের পর গুঞ্জি গ্রামে যাবেন প্রধানমন্ত্রী, কথা বলবেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। একইসঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনী, আইটিবিপি জওয়ান ও বিআরও আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা ও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

দুপুর ১২টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী যাবেন আলমোরা জেলার যগেশ্বরে। সেখানে যগেশ্বর ধামে তিনি পুজো দেবেন। এরপরে

দুপুর আড়াইটে নাগাদ পিথোরাগড়ে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে সড়ক, সেচ, পানীয় জল, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়াও দেরাদুনে রাজ্য জরুরি অপারেশন সেন্টারের উন্নয়ন এবং বালিয়ানালা, নৈনিতালে ধস প্রতিরোধ করতেও একাধিক পদক্ষেপ করা হবে কেন্দ্রের এই প্রকল্পের অধীনে। যগেশ্বর ধাম, হাত কালিকা ও নয়নাদেবী মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্যও কেন্দ্রের তরফে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রের প্রকল্পের অধীনে ১০০ শয্যার উপজেলা হাসপাতাল তৈরি করা হবে সোমেশ্বরে, ৫০ শয্যার হাসপাতাল বেলক তৈরি করা হবে চম্পায়তে।

দিল্লির পথে মর্মান্তিক মৃত্যু ক্যাব চালকের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: মঙ্গলবার রাতে দিল্লির পথে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ক্যাব চালকের। একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় ক্যাব চালক যুবকের উপরে। গাড়ি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তারা। বাধা দিলে যুবককে গাড়ির সঙ্গে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে ২০০ মিটার টেনে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাব চালককে। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভয়ংকর ভিডিও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ক্যাব চালকের নাম বীজেন্দ্র। তিনি ফরিদাবাদের বাসিন্দা। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ রাজধানীর মহিপালপুর এলাকায় তাঁর উপর হামলা হয়। দুষ্কৃতীরা বীজেন্দ্রর গাড়িটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিতে গেল তাঁকে মারধর করে হয়। এর পর গাড়ির সঙ্গে যুবককে প্রায় ২০০ মিটার হিঁচড়ে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

পুলিশের বক্তব্য, মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় মৃত্যু হয়েছে ট্যাক্সি চালক যুবকের। রাস্তার পাশ থেকে তার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। যদিও তারা বর্তমানে পলাতক। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভয়ংকর ভিডিও। যা দেখে শিউরে উঠছে নেটিজেন।

নিউজক্লিক কাণ্ডে তদন্তভার পেল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: নানা বিদেশি সংস্থার থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে বিদ্ধ নিউজক্লিক। ইতিমধ্যেই নিউজক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা। গ্রেপ্তার হয়েছেন সাংবাদিক অমিত চক্রবর্তীও। এই মামলার তদন্তভার এবার পেল সিবিআই। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রের তেমনই দাবি। কয়েকদিন আগে নিউজক্লিকের দপ্তর ও প্রায় ৩০ জন সাংবাদিকের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। এরপর রাতে গ্রেপ্তার করা হয় প্রবীর ও অমিতকে। এরপরই নিউজক্লিকের তরফে পেশ করা এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়, 'কারও কথায় খবর করি না। কারও হয়ে খবর করি না। চিন বা নেভিল সিঙ্ঘমের কথাতেও না।' এদিকে দিল্লি পুলিশ তাদের এফআইআরে দাবি করেছে নানা বিদেশি সংস্থার থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ভুয়ো খবর ছড়াত নিউজক্লিক। এই বিদেশি সংস্থাদের অন্যতম শাওমি ও ভিভোর মতো টেলিকম সংস্থা। সেই সঙ্গে আরও অভিযোগ, ওই নিউজ পোর্টালটির একটি বড় এজেন্ডাই ছিল অরুণাচল প্রদেশ ও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবে না দেখানো! দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, প্রবীর পুরকায়স্থ ও মার্কিন ধনকুবের সিংহমের মধ্যে ইমেল চালাচালির প্রমাণ পেয়েছে তারা। এই পরিস্থিতিতে এবার এই মামলার তদন্তভার গেল কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে। তেমনই গুঞ্জন।

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 17/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 4 nos Civil works. Bid Submission start-**10/10/2023**, Ends- **31/10/2023** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

TENDERS
Tender is invited within 14 days from the date of advertisement from Reputed and registered contractors having experience at least 10 years in the field of construction, for the complete construction including finishing work of our (G+4) storied MIG residential building (8. no. of flats) at Prem. No. 69-0568 Plot no. IIB/908. New Town, Kolkata, along with standard specification of material and work for Shivangan Co-operative Housing Society Ltd.
email : equip_ep@yahoo.co.in.

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:- 07/2023-24(2nd Call)
Memo No: 2626/GM Dated : 11.10.2023
2nd Call for N.I.e.T 07/2023-24 is invited by this Municipal Authority for construction of PCC Road with Guard Wall at Sastipukur in ward no. 08 under Guskara Municipality. Last date of submission of e-tender is 03.11.2023 up to 12.00 P.M. for details visit **www.wbtenders.gov.in**, **guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

OFFICE OF THE AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK MURSHIDABAD
CHANGES THE CRIRTICAL DATES OF THE FOLLOWING NOTICE NOTICE INVITING e-TENDER NO. 04/AMLAI/2023-2024, 05/AMLAI/2023-2024 Dated:-04/10/2023
Publishing date:-05/10/2023 (11.00 a.m) Document download start Date & Time:- 05/10/2023 (11.00 a.m) Document download end Date & Time:- 17/10/2023 (11.00 a.m) Bid submission start Date & Time:- 05/10/2023 (11.00 a.m) Last date & time of online submission of Technical Bid and Financial Bid.:- 17/10/2023 (11.00 a.m) Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the Prodhan Amlai Gram Panchayat :- 30/10/2023 (11.00 a.m)
Details see:- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
Amlai Gram Panchayat

E-Tender Notice
Sealed Tenders are invited vide NIeT No. 05,96,07 of 2023-24 Communicated under memo no 349/DGP dated 22-9-23, Memo No. 356(8)/DGP memo no 357(8)/ DGP dated-6-10-2023 by the Prodhan Dharampur Gram Panchayat, Hariharpara Block under Murshidabad. Last date of download and upload of tender is 13-10-2023 upto 16.00 hours. Intending bidders may download tender documents from e-Procurement Portal of website **http://wbtender. gov.in**
Sd/-
Dharampur Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
NABADWIP, NADIA
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/NIT-002e(3rd Call)/2023-2024,NM/PWDT/NIT-020e/2023-2024,NM/PWDTNIT-021e/2023-2024,NM/PWDT/NIT-022e/2023-2024,NM/PWDT/NIT-023e/2023-2024,NM/PWDT/NIT-024e/2023-2024,NM/PWDT/NIT-025e/2023-2024. Tender ID:-2023_MAD_590610_1, 2023_ MAD_590685_1, 2023_MAD_590709_1, 2023_MAD_590713_1,2023_MAD_590715_1,2023_MAD_590718_1,2023_MAD_590721_1. Type of Work:-**Repairing of Potholes,Construction of Toilet Block,Strengthning of School Building & Supplying of ambulanced. Bid Submition Start Date:-**12-10-2023.** Bid Submition End Date:- **01-11-2023 at 5:00 PM. N.B.:** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman
Nabadwip Municipality

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিশ নং
ইএল-এমডব্লুএস-জিকেপি-২০২৩-২৪-১২
ডে.চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ,এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে 'অবাধ' ই-টেন্ডার অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডার) নিম্নোক্ত কাজের জন্য আহ্বান করছেন: **টেন্ডার নোটিশ নং : ইএল-এমডব্লুএস-জিকেপি-২০২৩-২৪-১২,** গোরক্ষপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে ইওটি ক্রেনের জন্য ক্রেন গ্যান্ট্রি সহ এসি শেডের সম্প্রসারণ, **টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ :-** ইএল-এমডব্লুএস-জিকেপি-২০২৩-২৪-১২, **আনুমানিক মূল্য:-** ১৭,১৯,৬৭৭.৯৬ টাকা, **ইএমডি অর্থ :-** ৩৪,৪০০ টাকা, **টেন্ডার নথি মূল্য :** ০.০০ সম্পাদনের সময়/মেয়াদ স্বীকার পত্র পাওয়ার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস, ● অনলাইনে ই-টেন্ডার দাখিলের সময় বেলা ১১টা, তারিখ ০১.১১.২০২৩। ● সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং টেন্ডার দাখিলের বিষয়ে জানতে অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের আইআরইপিএস অফিসের ওয়েবসাইট দেখুন।
ডে.চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লুএস)/ সিপিআরও/ইএল-১৬৮ গোরক্ষপুর
ট্রেনে ভ্রমণের সময় বিড়ি/সিগারেট ধূম্র পান করবেন না

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No. : UKM/001(e)/PHC/2023-24 dt.11.10.2023
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for **Operations and preventing maintenances for the vehicle of 03 nos. D-SILT Machine mounted on TATA ACE** for the period of two year to provide service in Uttarpara Kotrung Municipality. Documents download start date & Bid submission start date – **12.10.2023 Bid Submission Closing Date – 27.10.2023**. For Details:- **https://www.wbtenders.gov.in**
S/D Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad
NIT No: 08/15TH/JGP/2023-24
Memo No:251/JGP/2023
Paper submission Date: 11.10.2023 Upto 13.00 Hours
Submission Date Upto : 17.10.2023 (13.00 Hours) Tender Paper Issuing Date : 30.10.2023 from 15.00 Hours
Tender Paper Submission Date: 02/11/2023 upto 15.00 hours
For Details Contact with the Office of the Undersigned at Any Working Days.
Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabed

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১০.১০.২০২৩। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-১২১- ২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** এইএন/রানাঘাট-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় এসএসই/পি.ওয়ে/কৃষ্ণনগর-এ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (১ বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮৪,৭১,৬১৫.৯০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৬৯,৪০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.১১.২০২৩ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **০৬.১১.২০২৩-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।**
(SDAH-224/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে এবং বেলা ১২.৩০টায় খোলা হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; বিড সিকিউরিটি/ই.এম.ডি. ঃ (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-২৪আর১, তাং ০৯.১০.২০২৩;** নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা (ক) ২য় ফুট ওভারব্রিজের জন্য খড়গপুর রেল স্টেশনের উত্তর ও দক্ষিণদিকে ২টি এস্কালেটর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ; এবং (খ) ২য় ফুট ওভারব্রিজের জন্য খড়গপুর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ১/২ ও ৭/৮-এ ২টি এস্কালেটর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ; ৩৩,১৩,৭৯৭.৮৬ টাকা; ৬৬,৩০০ টাকা। **(২) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-২৭, তারিখ ০৯.১০.২০২৩;** খড়গপুর ডিভিশনে অফিসার'স রুম, স্ট্রিট লাইট টাইমার এবং অটোমেটিক পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন প্যানেলে অকুপ্যান্সি সেন্সর বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজ; ১২,৯৭,৭১০.৭৫ টাকা; ২৬,০০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** উভয়ের জন্য ০১.১১.২০২৩। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** উভয়ের জন্য 'নেই'। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** উভয়ের জন্য লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **জমার তারিখ ঃ** উভয়ের জন্য ০১.১১.২০২৩-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-692)

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
অবাধ ই-টেন্ডার নোটিশ
নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ : ০৯.১০.২০২৩। নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার দেখা যাবে নিম্নোক্ত লিঙ্ক অধীনে **www.ireps.gov.in**। সংশ্লিষ্ট লিঙ্ক **www.ireps.gov.in→login→E-Tender Stores/Supply** অধীনেই কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই-টেন্ডার দাখিল করা যাবে।সংশ্লিষ্ট টেন্ডারের বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানতে,যদি কিছু থাকে, ডে. সিএমএম/এইচকিউ/ সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন,০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ বা এসএমএম/কন/ এইচকিউ, ০৩৪১- ২৫৩৫৬৩১ আধিকারিকগণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অফিস ঠিকানা : পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন। **ক্রম.নং : ১) টেন্ডার নং : ৭৫২৩৩৭১২। দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : হাই ক্যাপাসিটি ড্রাফ্ট গিয়ার (ফিটমেন্ট সুইটেবল-জেনারেল আরগট. অনুযায়ী)** অনুযায়ী ড্রইং নং : এসকেডিএল-৩৪৩০ অল্টা-৮ বা লেটেস্ট এবং আরডিএসও স্পেসি. নং :-৪৯-বিডি-০৮ এবং সংশোধিত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বা সর্বশেষ। **(ওয়ারেন্টি মেয়াদ :** ৫৪ মাস ডেলিভারি তারিখের পর)। **পরিমাণ : ১৭৮১.০০ সংখ্যক। বায়না জমা দাখিল (টাকা) :** ১৫০৪১৪০.০০ টাকা। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় (আইএসটি) : ০১.১১.২০২৩ বেলা ১১ টা।**
PR2/194 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
"Like us on: www.facebook.com/clwrailways"

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি অধীনে ৩ (তিন) বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার শংসাপত্র এবং সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত জিএসটি শংসাপত্র এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাসের), পিটিসিসি,আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ১০.১০.২০২৩ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ০১.১১.২০২৩ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**।
১৬৫(২) /২৩-২৪ সেক্রেটারি
১১.১০.২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/Own Fund/ NIT-11/2023-24
Memo No.- 1969/BM/2023-2024 Dated :09.10.2023
Name of the Work- (i) 15 Nos. of Civil Works under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **01.11.2023**.
N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/Own Fund/NIT-12/2023-24
Memo No.- 2019/BM/2023-2024 Dated : 11.10.2023
Name of the Work : (i) 15 Nos. of Civil Works under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **02.11.2023**. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-85 (2nd Call), 109 to 113/23-24 Dated- 09-10-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Hooghly, Burdwan, Howrah, Jalpaiguri and Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **12-10-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **03-11-2023 before 6.00 pm & 5.30 pm** as per NIeT.
Dater: 11.10.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

অধিনায়ক রোহিতের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ধ্বংস আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত 'রেকর্ড' শর্মা!

ভারত অধিনায়কের নামের মাঝে 'রেকর্ড' শব্দটা জুড়ে দিলে কারও আপত্তি করার কথা নয়। ব্যাটিংয়ে, বিশেষ করে রোহিতের ওয়ানডে ক্যারিয়ারটা যে পুরোপুরিই রেকর্ডময়। সেই রোহিত আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নিজের করে নিলেন আরও একগুচ্ছ রেকর্ড। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কা, বিশ্বকাপে ভারতের দ্রুততম সেঞ্চুরি;সেই রেকর্ডগুলোর মহিমাও তো কত বিশাল!

ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিকের রেকর্ডের দিনে স্রেফ উড়ে গেছে প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে ৮ উইকেটে ২৭২ রান করেছিল আফগানরা। রোহিত-ঝড়ে রানটা ১৫ ওভার ও ৮ উইকেট হাতে রেখে টপকে গিয়ে এবারের বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে স্বাগতিক ভারত।

২০১৯ বিশ্বকাপে পাঁচটি সেঞ্চুরি করে এক বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছিলেন রোহিত। সেই রোহিত এবারের বিশ্বকাপটা শুরু করেছিলেন শূন্য রানে আউট হয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চেন্নাইয়ের সেই ম্যাচের ব্যর্থতার ঝালটা যেন আফগান বোলারদের ওপর ঝাড়লেন রোহিত। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শূন্যে ফেরা আরেক ওপেনার ঈশান কিষানকে নিয়ে আজ ১৮.৪ ওভারেই ১৫৬ রান এনে দেন রোহিত। ৪৭ বলে ৪৭ রান করেও সেই জুটিতে যেন 'নীরব' দর্শক কিষান। রশিদ খানের বলে কাভারে ইব্রাহিম জাদরানের সহজ ক্যাচের শিকার হয়ে কিষান ফেরার পর উইকেটে যাওয়া কোহলিও 'দর্শক' ছিলেন রোহিতের ইনিংসের।

কোহলি উইকেটে যাওয়ার আগেই অবশ্য রেকর্ড করে ফেলেছেন রোহিত। অষ্টম ওভারে নাভিন-উল-হককে নিজের প্রিয় পুল শটে ছক্কা মেরেই ক্রিস গেইলকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ছক্কার মালিক হয়ে যান রোহিত। তিন সংস্করণের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেটি ছিল ভারত অধিনায়কের ৫৫৪তম ছক্কা। গেইলের চেয়ে ৭৮ ইনিংস কম খেলেই রেকর্ড গড়া রোহিত পরে মেরেছেন আরও ২টি ছক্কা।

রোহিত অন্য দুটি রেকর্ড ভেঙেছেন এক শটেই। ইনিংসের ১৮তম ওভারের প্রথম বলে মোহাম্মদ নবীকে চার মেরে ৯৯,এ পৌঁছানো রোহিত পরের বলেই অন সাইডে বল পাঠিয়ে ১ রান নিয়েই দুই ভারতীয় কিংবদন্তি কপিল দেব ও শচীন টেন্ডুলকারের বিশ্বকাপ রেকর্ড কেড়ে নেন। ১৯৮৩ বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে মহাকাব্যিক ১৭৫ রানের ইনিংস খেলা পথে ৭২ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন কপিল। ৩০ বলে ফিফটি পাওয়া রোহিত আজ তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন ৬৩ বলে।

বিশ্বকাপে এটি রোহিতের সপ্তম সেঞ্চুরি। মাত্র তৃতীয় বিশ্বকাপ খেলা রোহিত ১৯ ম্যাচ আর ১৯ ইনিংস খেলেই টেন্ডুলকারের ছয় সেঞ্চুরির রেকর্ডকে পেছনে ফেলে দিলেন। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক টেন্ডুলকার ছয় বিশ্বকাপে ৪৫টি ম্যাচ খেলেছেন।

৮৪ বলে ১৬ চার ও ৫ ছক্কায় ১৩১ রান করার পথে বিশ্বকাপে ১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে আরেকটি রেকর্ডও ছুঁয়েছেন রোহিত। বিশ্বকাপে সবচেয়ে কম ১৯ ইনিংস খেলে ১ হাজার রান করার রেকর্ডটা এ বিশ্বকাপেই করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। সেই রেকর্ডে ভাগ বসালেন রোহিত।

রোহিত যেভাবে এগোচ্ছিলেন, তাতে মাত্র ২৭৩ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমেই ডাবল সেঞ্চুরি পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। তবে সেই সম্ভাবনার অপমৃত্যু ২৬তম ওভারে। রশিদকে সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান রোহিত। ভারতের স্কোর তখন ২০৫/২। বাকি ৬৮ রান শ্রেয়াস আইয়ারকে নিয়ে ধীরেসুস্থে তুলেই বিশ্বকাপে ভারতকে টানা দ্বিতীয় জয় এনে দেন কোহলি। কোহলি ৫৬ বলে ৫৫ ও আইয়ার ২৩ বলে ২৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

এর আগে আফগানিস্তানের ইনিংসটা যে ২৭০ ছাড়িয়েছে, তাতে বড় অবদান হাশমতউল্লাহ শহীদি ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের। ১৪তম ওভারে তাঁরা যখন জুটি বাঁধলেন, আফগানরা ৬৩ রান তুলতে হারিয়ে ফেলেছে ৩ উইকেট। ৩৫তম ওভারে রানটাকে ১৮৪-তে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে চতুর্থ উইকেটে ১২১ রান যোগ করেন দুজন।

'আহত অস্ট্রেলিয়া' খুব বিপজ্জনক; বিপৎসংকেত ডি ভিলিয়ার্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপটা দারুণভাবে শুরু করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৪২৮ রান করেছে তারা। এরপর তারা ম্যাচ জিতেছে ১০২ রানের বড় ব্যবধানে। এ জয়ের পর দলটি এখন দারুণ আত্মবিশ্বাসী। তবে শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা দলই নয়, কিংবদন্তি প্রোটিয়া ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সও দারুণ আত্মবিশ্বাসী। নিজেরা যা করতে পারেননি, দলটিকে দিয়ে সেই বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন দেখছেন ডি ভিলিয়ার্স।

বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা পরের ম্যাচ খেলবে ফেবারিট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়া নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে হার দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছে। ডি ভিলিয়ার্স মনে করেন, প্রথম ম্যাচ হেরে আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা খাওয়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দারুণ কিছু করার সামর্থ্য আছে প্রোটিয়াদের।

তবে আহত অস্ট্রেলিয়া যে ভয়ংকর, সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স। আইসিসির ওয়েবসাইটে কলামে তিনি লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে লড়াইটা খুব কঠিন হবে। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং লাইন অনেক পরীক্ষা নেবে। তবে আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা সেটা সামলে ভালো কিছু করতে পারব। বোলিংয়েই আমি মনে হয়, আমরা ম্যাচটা জিততে পারি।'

ভারতের বিপক্ষে হেরে চাপে থাকা অস্ট্রেলিয়া কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, তা মনে করিয়ে দিয়ে ডি ভিলিয়ার্স আরও বলেছেন, 'ভারতের বিপক্ষে হারের পর অস্ট্রেলিয়ার আত্মবিশ্বাস তলানিতে থাকবে। কিন্তু আহত অস্ট্রেলিয়া দল খুবই বিপজ্জনক। তাদের চাপে রাখার জন্য দ্রুত কিছু উইকেট তুলে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে এই কাজ আমরা ভালোভাবে করতে পরিনি।'

অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথকে নিয়ে বিশেষ সকর্তবার্তাও দিয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স, 'স্টিভ স্মিথের উইকেটটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। সে অস্ট্রেলিয়া দলকে দারুণ আগলে রেখেছে। যদি আমরা তাকে তাড়াতাড়ি আউট করি, আমার বিশ্বাস, আমরা কাজটা ঠিকঠাক সম্পন্ন করতে পারব।'

এ সময় বোলারদের নিজের প্রত্যাশার কথা জানাতে গিয়ে ডি ভিলিয়ার্স বলেছেন, 'সব মনোযোগ ব্যাটসম্যানদের ওপর। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের জন্যও বড় পরীক্ষা হবে। আইনরিখ নর্কিয়া না থাকায় কাগিসো রাবাদার ওপর বাড়তি চাপ থাকবে। আমি তার সঙ্গে গত সপ্তাহে কথা বলেছি। সে দারুণ কিছু করতে প্রস্তুত এবং বিশ্বের সেরা বোলারদের একজন হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চায়। আমার কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা কিছুটা এগিয়ে থাকবে। আর প্রোটিয়াদের জয় দেশের মানুষকে এটা বোঝাবে যে দলটি চ্যাম্পিয়নও হতে পারে।'

হায়দরাবাদে মাঠকর্মীদের হৃদয় জিতলেন বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবর আজম পাকিস্তানের বাইরেও কতটা জনপ্রিয়, সেটা আন্দাজ করে নেওয়া যায় এবারের বিশ্বকাপে। রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের বৈরী প্রতিবেশী ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপেও গ্যালারি থেকে প্রচুর সমর্থন পাচ্ছেন বাবর।

ভিসা জটিলতার কারণে পাকিস্তানি সমর্থকেরা এখনো ভারতে যেতে পারেননি। গ্যালারি থেকে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদেরই সমর্থন পাচ্ছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। বাবর নিজেও শুধু ব্যাটিংয়ের জন্যই নয়, মানুষ হিসেবেও আলাদা ছাপ রাখতে পেরেছেন ক্রিকেটের বাইরে। গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬ উইকেটে জেতার পর হায়দরাবাদের মাঠকর্মীদের মনও জিতেছেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩৪৪ রান তাড়া করে রেকর্ড জয়ের পর হায়দরাবাদে রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামের মাঠকর্মীদের প্রধানকে পাকিস্তান জাতীয় দলের জার্সি উপহার দেন বাবর। এরপর মাঠকর্মীদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ছবিও তুলেছেন। দুই দলের ইনিংস মিলিয়ে প্রায় সাত শ রানের কাছাকাছি ওঠা এই ম্যাচে দারুণ ব্যাটিং উইকেটের জন্য মাঠকর্মীদের এভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক, জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস।আইসিসির ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে ছবি তোলার মুহূর্তের ভিডিও প্রকাশ করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'হায়দরাবাদের মাঠকর্মীদের জন্য বাবর আজমের দারুণ এক কাজ।' ক্রিকেটপ্রেমীরাও সেখানে বাবরের প্রশংসা করে মন্তব্য করেন। পাকিস্তানি এক সমর্থক ভিডিওটির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'অধিনায়কের দারুণ আচরণ এবং ধন্যবাদ হায়দরাবাদ।'

আইসিসির ইনস্টাগ্রাম পেজ থেকে ছবি তোলার মুহূর্তের ভিডিও প্রকাশ করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'হায়দরাবাদের মাঠকর্মীদের জন্য বাবর আজমের দারুণ এক কাজ।' ক্রিকেটপ্রেমীরাও সেখানে বাবরের প্রশংসা করে মন্তব্য করেন। পাকিস্তানি এক সমর্থক ভিডিওটির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'অধিনায়কের দারুণ আচরণ এবং ধন্যবাদ হায়দরাবাদ।' হায়দরাবাদে দুটি ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের জয়ে ৬৮ রান করেন রিজওয়ান। গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলেছেন ১৩১ রানের অপরাজিত ইনিংস। বিশ্বকাপের আগে এবার দুটি প্রস্তুতি ম্যাচও হায়দরাবাদেই খেলেছে। সেখানকার আতিথেয়তা নিয়েও এর আগে কথা বলেছেন বাবররা। তাদের পরের ম্যাচ ভারতের বিপক্ষেই, ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদে।

জাদেজা, ধাঁধায় 'ফেল' স্মিথকে নিয়ে মজা শাস্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'রবীন্দ্র জাদেজার জন্য দারুণ একটা দিন অপেক্ষা করছে';উইকেট দেখে ম্যাচের আগে টুইটে এমনটি লিখেছিলেন ধারাভাষ্যকার দীনেশ কার্তিক। ম্যাচেও তেমনটি হয়েছে। রোববার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই স্পিনার নিয়েছিলেন ৩ উইকেট।

এর মধ্যে দুটি উইকেট ছিল স্টিভ স্মিথ ও মারনাস লাবুশেনের। ফিরিয়েছিলেন অ্যালেক্স ক্যারিকেও। এ ৩ উইকেটই ম্যাচে অনেক প্রভাব ফেলেছে। তবে জাদেজার নেওয়া স্মিথের উইকেটের বাড়তি একটি তাৎপর্য আছে;অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান স্মিথ বাঁহাতি স্পিনারের ধাঁধাটা মেলাতে পারেন না! এ নিয়ে স্টার স্পোর্টসে এক অনুষ্ঠানে খানিকটা মজাই করলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী।

গত রোববারের ম্যাচে স্পিন দিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৯ রানে থামিয়ে জিতেছে ভারত। সে ম্যাচে ২ উইকেটে ১১০ রান করা অস্ট্রেলিয়া ১১৯ রানেই হারায় ৫ উইকেট। এ সময়ে আউট হন স্মিথ, লাবুশেন ও ক্যারি। লাবুশেন আউট হন বড় শট খেলতে গিয়ে। তবে স্মিথ যেভাবে আউট হয়েছেন তাতে খুব একটা কিছু করার ছিল না। মিডল স্টাম্পে করা বল টার্ন করে লাগে অফ স্ট্যাম্পে। তাতে ৭১ বলে ৪৬ রানে থামে তাঁর ইনিংস।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত জাদেজার বিপক্ষে ১১ বার আউট হয়েছেন স্মিথ।

স্টার স্পোর্টসে শাস্ত্রী বলেছেন, 'জাদেজা স্মিথকে ১০-১২ বার আউট করেছেন। স্মিথ হচ্ছে তাঁর তব্বানিদ। জাদেজা যে গতিতে বল করে, তাতে এ ধরনের বল খেলা কঠিন। ব্যাটসম্যান হিসেবে আপনি জানেন না কোন বলটা টার্ন করবে, কোনটা সোজা যাবে। জাদেজা নিজেই সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কোনটা টার্ন করবে, কোনটা সোজা যাবে, সেটা তিনি নিজেই জানেন না। জাদেজা নিজেই যখন জানেন না, ব্যাটসম্যান কীভাবে জানবে!'

স্মিথ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর চেয়ে বেশিবার আউট হয়েছেন শুধু স্টুয়ার্ড ব্রডের বলে। ইংলিশ পেসারের বলে স্মিথ আউট হয়েছেন ১৪ বার। বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় ম্যাচ আগামীকাল, আফগানিস্তানের বিপক্ষে। অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ১২ অক্টোবর, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

NARSINGHA
একদিন দশভূজা
একদিন দশভূজা
শারদ সম্মান ২০২৩
প্রথম পর্যায়ে বাছাই
১১০টি পুজো কমিটি
শারদ সম্মান ২০২৩

- DUM DUM PARK SARBOJANIN DURGA PUJA SAMITY
- DUM DUM TARUN DAL
- KESTOPUR PRAFULLA KANAN (POSCHIM) ADHIBASI BRINDA
- DAKSHINPARA DURGOTSAB COMMITTEE
- DUM DUM PARK BHARAT CHAKRA CLUB
- HARIDEVPUR ADARSHA SAMITY -04
- VIVEKANANDA PARK ATHLETIC CLUB
- BAGHAJATIN E BLOCK SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- SANTOSHPUR TRIKON PARK SARBOJANIN DURGOTSAB
- SHYAMA PALLY SHYAMA SANGHA
- HAZRA PARK DURGOTSAB
- GOLF GREEN SARODOTSAVA COMMITTEE
- NAKTALA UDAYAN SANGHA
- PUTIARY CLUB SARBOJANIN DURGOTSAB
- BHOWANIPUR SWADHIN SANGHA
- JODHPUR PARK SARADIYA UTSAB COMMITTEE
- HINDUSTHAN PARK SARBOJANIN DURGOTSAB
- DHAKURIA SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- HAZRA UDAYAN SANGHA
- CHAKRABERIA SARBOJANIN DURGOTSAB
- DHAKURIA PRAGATI SANGHA
- 25 PALLY CLUB
- DHAKURIA SARASWAT SAMMILANI
- NETAJI JATIYA SEBADAL
- 41 PALLY CLUB
- BADAMTALA ASHAR SANGHA
- RAJDANGA NABA UDAY SANGHA
- KIDDERPORE PALLY SARADIYA
- 64 PALLY CLUB
- CHETLA AGRANI CLUB
- BARISHA CLUB
- ALIPORE 78 PALLY
- MADHYA GARFA SARBOJANIN DURGOTSAB PUJA
- PARNASREE SOUTH BLOCK CLUB
- KALIGHAT NEPAL BHATTACHARJEE STREET CLUB
- BEHALA TRISHAKTI SANGHA
- HARIDEVPUR NEW SPORTING CLUB
- PUDDAPUKUR BARWARI SAMITY
- SARSUNA SARBOJANIN DURGOTSAB
- LALABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- BIDHAN SARANI ATLAS CLUB
- SARBOJONIN DURGOTSAB COMMITTEE BE (WEST)
- BEHALA FRIENDS
- PALLY MANGAL SAMITY
- SAMAJ SEBI SANGHA
- THAKURPUKUR CLUB
- ABASAR SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY
- BARISHA PLAYERS' CORNER
- HINDUSTHAN PARK DURGOTSAB COMMITTEE
- ALIPORE SARBOJANIN
- KALIGHAT MILAN SANGHA
- BOSEPUKUR SITALA MANDIR DURGOTSAB COMMITTEE
- HARIDEVPUR VIVEKANANDA SPORTING CLUB
- PURBACHAL SARBOJANIN DURGOTSAB(EAST)
- BEHALA DEBDARU FATAK SARBOJANIN DURGOTSAB
- SANTOSHPUR LAKE PALLY
- BOSEPUKUR TALBAGAN SARBAJONIN
- 95 PALLY SARBOJANIN DURGOTSAB
- DUM DUM PARK TARUN SANGHA PUJA COMMITTEE
- MANICKTALA CHALTABAGAN LOHAPATTY DURGAPUJA
- SIKDAR BAGAN SADHARAN DURGOTSAV
- RAILPUKUR UNITED CLUB
- SHASTRIBAGAN SPORTING CLUB DURGOTSAV COMMITTEE
- LAKE TOWN ADHIBASI BRINDA DURGA PUJA COMMITTEE
- BASAK BAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- BELEGHATA PALLY UNNAYAN SAMITY
- SWAPNER BAGAN YUBAK BRINDA
- MALL PALLI SARBAJANIN PUJA COMMITTEE
- DARPANARAYAN TAGORE STREET(POSTA) PALLY SAMITY
- ULTADANGA JAGARANI SANGHA
- BAGUIATI UDAYAN SANGHA
- SURIR BAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- DAKSHIN DARI YOUTHS
- CHALTABAGAN SARBOJANIN DURGOTSAB COMMITTEE
- TALA BAROWARI DURGOTSAB SAMITY
- TALA PRATTOY
- BELIAGHATA 33 NO PALLI BASHI BRINDA
- YUBA BRINDA(ULTADANGA)
- HATKHOLA GOSSAINPARA SARBOJANIN DURGOTSAV SAMITY
- NAGER BAZAR JESSORE ROAD ADHIBASI BRINDA
- JAWPUR BAYAM SAMITI
- KASHI BOSE LANE DURGA PUJA COMMITTEE
- HATIBAGAN SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- LALABAGAN NABANKUR
- HATIBAGAN NABIN PALLY
- NAYER PALLY SEALDAH SARBOJANIN DURGA PUJA
- ARJUNPUR AMRA SABAI CLUB
- FD BLCOK SARBOJANIN DURGA PUJA COMMITTEE
- AD BLOCK RESIDENTS CLUB DURGAPUJA COMMITTEE
- SUNRISE POINT PUJA COMMITTEE
- NEWTOWN AA-I CA BLOCK CULTURAL ASSOCIATION
- BIDHANNAGAR CK CL BLOCK RESIDENTS ASSOCIATION
- AE PART 1 BLOCK COMMITTEE
- 14 PALLY UDAYAN SANGHA, ENTALLY
- BOW BAZAR 47 PALLAY MILANSREE WELFARE SOCIETY
- AHIRITOLA SARBOJANIN DURGOTSAV SAMITY
- GOURI BERIA SARBOJANIN DURGOTSAB-O-PRADARSHNI
- KANKURGACHI JUBAK BRINDA
- KUMARTULI SARBOJANIN
- MITALI (KANKURGACHI)
- NALIN SARKAR STREET SARBOJANIN DURGOTSAB
- PATHURIAGHATA PANCHER PALLY SARBOJANIN DURGOTSAV
- PRAFULLA KANAN BALAK BRINDA (EAST)
- SOVABAZAR SARBOJANIN DURGOTSAB
- SURA SARBOJANIN DURGOTSAV COMMITTEE
- TELENGABAGAN SARBOJANIN DURGOTSA COMMITTEE
- AHIRITOLA JUBAK BRINDA
- SOVABAZAR BURTOLLA SARBOJANIN DURGOTSAV SAMITY
- KALINDI SAEADOTSAV COMMIITTEE
- SHYAMPUKUR SANGHATIRTHA DURGAPUJA SAMITY

SUPPORTED BY B.B.I.T Public School JIMS Hospital
MEDIA PARTNER খবর এখন
FOOD PARTNER SHAKERS KITCHEN INNOVATIONS
Digital Partner বাংলা বলছে
TROPHY SPONSOROD BY BENGAL REHABILITATION GROUP
Event Organiser wide angle
PR Partner LIVERAGE
Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**